এই এক প্রহসন !

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্ ।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥"

কালিদাসঃ
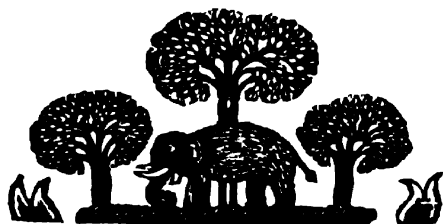
কলিকাতা

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২৫, ২৬ সংখ্যক-ভবনস্থ

বি, ব্যানর্জ্জি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।

ঝামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক-ভবনস্থ

সরস্বতীযন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।

১২৮৮ সাল ।

বিজ্ঞাপন

প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, আমি মনের উত্তেজনায় এই প্রহসনখানি প্রণয়ন করি। নানা কারণে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইহার মুদ্রাঙ্কনে আমার সাহস হয় নাই এবং ক্ষতি হইবার আশঙ্কায় আমার অভিভাবকগণেরও ইহাতে বড় মত ছিল না। এক্ষণে কতিপয় পরম বন্ধুর অনুরোধে বিবিধ প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও আমি ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। ফলাফল ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত রহিল।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, সরস্বতীযন্ত্রাধিকারী অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক বিশেষ পরিশ্রম সহকারে আমার এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা
১১ই আষাঢ়, ১২৮৮ সাল।

গ্রন্থকারস্য

অভিনেতৃবর্গ।

পুরুষগণ।

বামাপদ দে	... ...	কেরাণীবাবু।
ভোলা	... ...	বামাপদবাবুর ভৃত্য।
হলধর মল্লিক	... ...	দ্বিতীয় কেরাণীবাবু।
রামসেবক দাস	... ...	কেরাণীবাবুর ইয়ার।
পুরুষদ্বয়	... ...	হলধর মল্লিকের অনুচর।
মাতালবাবু	... ...	একজন ভদ্রসন্তান।
মোসাহেব	... ...	মাতালবাবুর ইয়ার।
ঠাকুরমহাশয়	... ...	মাতালবাবুর কুলগুরু।

ফেরিওয়ালা, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ

পান্না	...	বেশ্যা।
কেলোর মা	...	পান্নার দাসী।
কৃষ্ণপ্রিয়া	...	বামাপদবাবুর স্ত্রী।
সরলা	...	কৃষ্ণপ্রিয়ার সহচরী।
ঝী	...	বামাপদবাবুর দাসী।

এই এক প্রহসন!

প্রথম অঙ্ক।

রাজপথের পার্শ্বদেশে পুস্তকালয়ে পুস্তকবিক্রেতা আসীন।

রাজপথে কেরাণী বাবুর প্রবেশ।

কেরাণী বাবু। (স্বগত) উঃ! কেরাণী হওয়া কি পাপ!! শত বার গোজন্ম হয়ে, শেষে যে কেরাণীজন্ম হয়, এ কথা বড় মিথ্যা নয়। আমরাও ত সচরাচর দেখ্‌তে পাই যে, গাড়োয়ানেরা সকালে গাড়িতে গরু যুতে সন্ধ্যার পর দু'আটি খড় দিয়ে ছেড়ে দেয়। আমাদিগের বিশেষ কি বল; আমরাও সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেটে দুটো সিকি পাই। তবে বিশেষের মধ্যে এই দেখ্‌তে পাই যে, গরুগুলো ছাড়ান পেয়েও ছাড়ান পায় না, মনিবেরা নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে, আমাদের ভাগ্যে ওটা ঘটে ওঠে না। ইহার বিশেষ কারণ থাক্‌তে পারে। আমার বোধ হয়, যখন আমরা গোজন্মে ছিলাম, শত বার অন্ততঃ সহস্র বর্ষ হবে, এই হাজার বৎসর কাল ক্রমাগত মনিবের মন জুগিয়ে-ছিলেম ব'লে মনিবেরা আর কোন সন্দেহ না ক'রে আমাদিগকে ছেড়ে দেয়। সে যা হোক্ এ সকল কথায় আর কাজ নাই। য়্যাঁ য়্যাঁ, আমি কি বক্‌-ছিলেম, কোন্ কথায় কাজ নাই? য়্যাঁ য়্যাঁ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হ'য়েছে, মনে হয়েছে। আমি কি আহাম্মক, লোকে কথায় বলে যে, "যার খাই তার গাই" সে কথা ভুলে গিয়ে মেলাই আগড় বাগড় বক্‌ছিলেম। যা হোক্ আমি

যা ব'ল্লেম, তা কি কেউ শুন্‌তে পেয়েচে ? বোধ হয় না, আবার বোধ হয় না ! (সহাস্যে) আমার কথা আমিই শুন্‌তে পাইনি। আঃ বাঁচলেম ! ভাগ্যিস্ কেউ শুন্‌তে পাইনি, তা হ'লেই গিছ্‌লেম। (ক্ষণেক অগ্রসর হইয়া) বাঃ ! এই যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পুস্তকালয়ের সাম্‌নে এসে পড়্‌লেম। ক'দিন ধ'রে একখানা বই কিন্‌ব মনে মনে কচ্চি তা এম্নি কাজের ভিড় যে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিছুতেই বেরুতে পাইনে ; ভাগ্যিস্ আজ মাথা ধ'রেচে ব'লে বেরিয়ে এলেম তাই বয়ের দোকান খোলা পেলেম। (পুস্তকালয়ে গমন)।

পুস্তকবিক্রেতা। (শশব্যস্তে) আসুন আসুন। কি চাই মহাশয় ! কি চাই ?

কে। কোনরকম ভাল নাটক টাটক আছে কি ?

পু। আপনি কার কৃত নাটক চান ?

কে। আপনি যার ভাল বলেন।

পু। আচ্ছা মহাশয় ! (আল্‌মারিতে পুস্তক অন্বেষণ করিতে করিতে) একখানা ভাল নাটক ছিল সে খানা খুঁজে পাচ্চিনে।

কে। সেখানা না হয়, আর একখানা দেখান।

পু। মহাশয় ! পেয়েছি পেয়েছি ! এই এক খানা 'সধবার একাদশী' আছে, লবেন কি ?

কে। কৈ দেখি, ভাল হয়ত অবশ্যই ল'ব।

পু। এই নিন। (পুস্তকপ্রদান)।

কে। (গ্রহণ ও পাঠ)।

পু। মহাশয় ! ওত আপনারি, আগে আমার ——

কে। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বটে। আমার ও কথা মনে ছিল না। আপনার এই পুস্তকের মূল্য কত ?

পু। এক টাকা।

কে। এ—ক টা—কা ! কিছু কম নয় ?

পু। মহাশয় ! আমরা যেমন দস্তরি দিয়ে থাকি, দেড় আনা বাদ সাড়ে চোদ্দ আনায় দিতে পারি।

কে। না মহাশয়! আমার কাছে অত হবে না।

পু। মহাশয়! একটু কম দামের নাটক লবেন কি?

কে। তা হ'লেই ত ভাল হয়।

পু। আচ্ছা মহাশয়। (আল্‌মায়রা হইতে পুস্তক লইয়া) এই একখানা 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' আছে। (পুস্তক প্রদান)

কে। (গ্রহণ ও সবিস্ময়ে) কি বল্লেন! 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'!! আচ্ছা মহাশয়! বুড়োর উপর গ্রন্থকারের এত কোপ কেন? বুড়োরা বিয়ে পাগ্‌লা, না যুবোরা বিয়ে পাগ্‌লা? আচ্ছা মহাশয়! আপনার নিকটে 'বিয়ে পাগ্‌লা যুবো' আছে কি?

পু। মহাশয়! ও বই কেবল এখানে কেন কোথাও পাবেন না।

কে। কেন মহাশয়?

পু। উহা এখনও কেহ ছাপায় নাই।

কে। কবে ছাপা হবে?

পু। সে বিষয় কিছু বল্‌তে পারেম না ম'শয়। তা যবে ছাপা হবে, আপনি এই দোকানে অনুসন্ধান কল্লেই পেতে পারেন।

কে। (পুস্তকের দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া) আচ্ছা মহাশয়! আমি এক কথা বল্‌তে চাই, শুন্‌বেন কি?

পু। কি বল্‌বেন বলুন না।

কে। মহাশয়! আমি বল্‌চি কি জানেন, আপনি ফম্মার হিসাবে মূল্য নিতে পারেন?

পু। অবশ্য পারি। তা মহাশয়! কত ক'রে ফম্মা নিতে চান?

কে। দাড়ান একবার হিসাব ক'রে দেখি।

পু। আচ্ছা দেখুন।

কে। (পুস্তক দেখিয়া স্বগত) 'সুলভ সমাচারের' হরফ আর এর হরফ এক দেখ্‌চি। 'সুলভ সমাচার' এক ফম্মা না? হাঁ, এক ফম্মা বৈকি। ওর ফম্মার দাম এক পয়সা। এর ফম্মার দামও এক পয়সা ব'লে বোধ করি

অন্যায় বলা হয় না। (পুস্তকবিক্রেতার প্রতি) আচ্ছা মহাশয়! এর ফর্ম্মা এক পয়সা করে নয়?

পু। না মহাশয়! আপনার সহিত আমার ব'নবে না।

কে। চটেন কেন মহাশয়! আমি মত জিজ্ঞাসা কচ্চি বৈত নয়।

পু। মহাশয়! ও খানির মূল্য কত জানেন?

কে। কত মহাশয়?

পু। বার আনা।

কে। তবেত আপনি চট্‌বেনই। আপনার পুস্তক নিন, বড় বেশি দর হ'চ্চে। (পুস্তক প্রত্যর্পণ)।

পু। (গ্রহণ করিয়া) মহাশয়! একখানা খুব কম দরের নাটক আছে, নেবেন কি?

কে। কৈ দেখি।

পু। (আলমায়রা হইতে পুস্তক বাহির করিয়া) এই দেখুন, একখানা 'চোরের উপর চাতুরী' আছে।

কে। বেস্ বেস্ দেখি এতে কি আছে। (গ্রহণ ও দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া) আচ্ছা মহাশয়! এখানির মূল্য কত?

পু। মহাশয়! কভর খানিই দেখুন না।

কে। এতে ত চারি আনা লেখা রয়েছে, তাই বলেই কি এর দাম চারি আনা হবে?

পু। কেন মহাশয়! এক পয়সা দস্তুরি।

কে। ঠিক কত হ'লে দিতে পারেন, বলুন।

দ্বিতীয় কেরাণীর প্রবেশ।

২য় কেরাণী। (পুস্তকবিক্রেতার প্রতি) মহাশয়! আপনার দোকানে 'গোবিন্দ সামন্ত' আছে কি?

পু। আজ্ঞে না, আমাদের ফুরিয়ে গেছে।

২ কে। (কেরাণী বাবুর প্রতি) আপনার হাতে ওখানি কি বই মহাশয়?

কে। এই খানি 'চোরের উপর চাতুরী'।

২ কে। আপনি যে কোন গ্রন্থকারকেই নিরাশ করেন না দেখ্‌চি।

কে। কেন মহাশয়?

২ কে। এসব বই কি আবার লোকে পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে !!!

কে। কেন মহাশয়! এখানা কি এতই worthless?

২ কে। সে কথা কিছু ব'ল্‌বেন না মহাশয়। আজ কাল্‌কার লোকের রুচিও যেমন গ্রন্থকার ভায়ারাও সেইরূপ!

কে। আপনার তবে এ বই খানি পাঠ করা হ'য়েচে।

২ কে। পাঠ করা হ'য়েচে, ছেঁড়া হ'য়েচে, আবার আগুনে পোড়ান হ'য়েছে।

কে। এখানি কি তবে এতই অপাঠ্য! এর বিষয়টা কি মহাশয়?

২ কে। বিষয়টা অতি চমৎকার! স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ !!!

কে। ও হরি !!! আমি মনে ক'রেছিলেম কি জানেন, এরূপ অনেক চোর আছে, যারা নাবালকের হাতে বিষয় প'ড়্‌তে দেখ্‌লে তার সর্ব্বনাশ ক'রে নিজের বিষয় ক'রে লয়, এতে সেই সকল 'চোরের উপর চাতুরী' লেখা আছে।

২ কে। ও সব লিখ্‌তে অনেক পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন।

কে। তাইত বটে মহাশয়!

২ কে। মহাশয়! যত বহি প'ড়্‌বেন দেখ্‌তে পাবেন কেবল পীরিতের শ্রাদ্ধ।

কে। না মহাশয়! আমি এরূপ বই প'ড়্‌তে প্রস্তুত নই। আমি তবে এখানি কিন্‌চি না। (পুস্তকবিক্রেতার প্রতি) দেখুন মহাশয়! আপনার পুস্তক আপনি নিন। আমি এখানি ক্রয় কচ্চি না।

পু। কেন মহাশয়! কেন মহাশয়!!

কে। সে কথা আর আপনার শুনে কাজ নাই। আপনি কেবল এই-মাত্র জানুন যে, এই পুস্তক আমার ক্রয় করা হ'ল না। আপনার পুস্তক আপনি নিন। (পুস্তক প্রদান)।

পু। (গ্রহণ করিয়া) যদি না লন তবে আর কি ক'র্ত্তে পারি।

(কেরাণীদ্বয়ের রাজপথে আগমন।)

কে। (দ্বিতীয় কেরাণীর প্রতি) মহাশয়! আপনি যে আমার কি পর্য্যন্ত উপকার কর্‌লেন তা আর কি ব'ল্‌ব।

২ কে। তার আর সন্দেহ কি। আপনি হক্ না হক্ কয় গণ্ডা পয়সা জলে দিচ্ছিলেন !!

কে। মহাশয়! আপনার নিকট বাধিত হলেম। আপনার নাম ?

২ কে। Thank you sir. আমার নাম শ্রীহলধর মল্লিক।

কে। আপনার নিবাস ?

২ কে। নিবাস অনেক দূর। এক্ষণে কোন আত্মীয়ের—

কে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ আপনি শ্বশুরালয়ে গমন ক'র্‌চেন।

২ কে। মহাশয়! আপনার নাম ?

কে। আমার নাম শ্রীবামাপদ দে। মহাশয়! আমার যত দূর উপকার ক'র্‌লেন তাতে আপনার সহিত বন্ধুতা ক'র্‌তে ইচ্ছা হয়।

২ কে। আমারও ত এইরূপ ইচ্ছা।

কে। (পকেটবুক বাহির করিয়া) মহাশয়! আপনার নামটী আর এক বার ব'ল্‌তে হ'চ্চে।

২ কে। আমার নাম শ্রীহলধর মল্লিক।

কে। (খাতায় নাম লিখিয়া) দেখুন, ঐ সমুখের বারাণ্ডাওয়ালা বাটীটী আমার। আপনি যেন দুই এক দিনের মধ্যে ঐ স্থানে আসেন। আমার নাম আপনার মনে থাক্‌বে ত ?

২ কে। (সন্দেহাভিনয়)।

কে। আপনার মনে সন্দেহ হচ্চে দেখ্‌তে পাচ্চি। আচ্ছা মহাশয়! আপনার pocket-book আছে কি ?

২ কে। না মহাশয়! আমার নিকটে কাগজের সম্পর্কও নাই।

কে। Never mind. (পকেট হইতে খাতা বাহির করিয়া তাহার এক-খণ্ড কাগজে আপনার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দ্বিতীয় কেরাণীকে প্রদান) এই নিন মহাশয়! এতে আমার নাম ও ঠিকানা লেখা রৈল। আপনি আমাকে মনে রাখ্‌বেন।

২ কে। (কাগজগ্রহণ) অবশ্য অবশ্য এখন তবে আসি।

কে। তা আবার জিজ্ঞাসা! 'শুভস্য শীঘ্রং'।

(পরস্পর করমর্দ্দন)।

কে। Good bye.

২ কে। Good bye.

(উভয়ের উভয় দিক্ দিয়া প্রস্থান)।

পু। কি আশ্চর্য্য! নয়টার সময় ভাত, আর সারাদিন এই রাস্তার ধূলো খেয়ে বসে রৈলাম, তবু একখানাও বিক্রয় ক'র্‌তে পার্‌লেম না! এই এক জন ব'কিয়ে ব'কিয়ে এককাটি চালের সিদে করিয়ে গেল; এখন খাইই বা কি, আর করিই বা কি! ভেবে আর কি ক'র্ব্বো, যাই এক বার বাড়ীর দিকে দেখিগে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বামাপদ বাবুর বৈঠকখানা।

রামসেবক বাবুর সহিত বামাপদ বাবু উপবিষ্ট

বা। পৃথিবীর সুখ কি?

রা। এয়ারকি।

বা। নিরামিষ?

রা। সামিষ।

বা। পরিবার you mean?

রা। No—prostitude,

বা। ভ্রম।

রা। কিসে?

বা। সে সুখ পয়সার খাতিরে।

রা। তবে পয়সায়।

বা। আমি বলি ভালবাসায়।

রা। কিরকম ভালবাসা?

বা। মনের মিল হওয়া।

রা। কাহারো সহিত কি মনের মিল হয়?

বা। কেন হবে না।

রা। তোমার সহিত কি কারো মনের মিল আছে?

বা। (নিরুত্তর)।

রা। এইত দাদা! বাক্ সরে না!

বা। এ কথা ছেড়ে দিয়ে, আর একটা কথা পাড় ভাই!

রা। আচ্ছা দাদা! তোমার কাজ কর্ম্ম কেমন চ'লছে?

বা। এখন এস ভাই! যা বুঝি, সহজে যার উত্তর দিতে পারি, তা না করে, engine এ পোঁ পোঁ শব্দ হয় কেন ও লোক Temperence-Society তে নাম লেখালে কেন, এসব কুট কচালে প্রশ্ন কেন?

রা। আচ্ছা দাদা! চাকরির সংবাদ?

বা। বিসম্বাদ।

রা। কার সঙ্গে?

বা। কার সঙ্গে আবার, ওপরওয়ালা বাবুর সঙ্গে।

রা। এর কারণ?

বা। কারণ ত কিছু দেখ্তে পাচ্চি নে, তবে কি জান ওপরওয়ালা বাবু ক'জন আপনার লোক ঢুকিয়ে, তাদের কাজগুলো আমাদের দু'জনের ঘাড়ে চাপিয়েচে। আমাদের নিজ নিজ কাজ সেরে ঐ কাজ ক'র্‌তে একটু বিলম্ব হয় ব'লে কর্ত্তার রাগ!

রা। ঠিক কথা। আমিও আজ একটা বড় মজার কথা শুনে এলেম। একটী বাবু ওপরওয়ালা সাহেবকে এই কথা ব'লে একজন অনেক কালের পুরণ চাকরকে ছাড়িয়েচে।

বা। কারণটা কি?

রা। বাবু সাহেবকে বল্লেন দেখুন, এক হাতের স্থলে দুই হাত হ'লে বেশী কাজ হয় বোঝেন। সাহেব বল্লেন হাঁ বুঝি। বাবু ব'ল্লেন অমুক লোক বড় irregular, কাজও তত fair নয়। আমি ইচ্ছা করি আপনার অনুমতি হ'লে একে dismiss ক'রে এই মাহিনাতে দু'জন লোক রাখি। সাহেব বল্লেন very good. তার ষাট টাকা মাহিনে ছিল। বাবু তাকে তাড়িয়ে, নিজের একটী বড় কুটুম্বর ১০, টাকা মাহিনে বাড়িয়ে, আর ২০, টাকা ক'রে মাহিনায় দুইজন আত্মীয় ব্যক্তিকে ঢোকালেন। এতে

কোম্পানীর ১০, টাকা লাভ দেখিয়েচে ব'লে সাহেব বাবুর উপর ভারি খুসি হয়েচেন।

বা। সাহেবের কাজ কর্ম্ম কেমন চল্‌চে ?

রা। কে দেখ্‌তে গেছে ভাই !

বা। এর কি কোন remedy নাই ?

রা। যে জাতিতে unity নেই, যাদের পরস্পরের উপর faith নেই, তারা আবার এর remedy কি কর্‌বে—'দড়ি আর কল্‌সী'।

হাঁপাতে হাঁপাতে ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

বা। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি) আপনি কোথা হ'তে আস্‌ছেন ?

ভ। মহাশয় ! তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যাচ্চে, অগ্রে আমাকে কিঞ্চিৎ জল দিন, তার পর ব'ল্‌ব।

নেপথ্যে। "ইয়া মজেদার, * * * মুণ্ড্‌মে দিলে, গ্রাস্‌মে চলে, কড়া কড়ি বোলে, কট্‌ কট্‌ গরম। সুজি আছে, চিনি আছে, ঘি আছে, মিসিরি আছে, মসলা আছে, জল নেই, কট্‌ কট্‌ গরম। এক বার খেলে পাঁচ বার খাবে, খারাপী হ'লে কেন খাবে, কট্‌ কট্‌ গরম"।

বা। তা এত রোদে কেন বেরিয়েছিলেন ?

ভ। সে কথা পরে বল্‌চি মহাশয় ! অনুগ্রহ ক'রে আগে আমাকে এক-ঘটী জল আনিয়ে দিন, তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যাচ্চে।

বা। আচ্ছা মহাশয় ! আনিয়ে দিচ্চি। ওরে ভোলা !

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

বা। একঘটী খাবার জল নিয়ে আয় ত।

নে। যে আজ্ঞা।

বা। দ্যাখ্‌ আর এক ডিবে পান আনিস্‌।

নে। যে আজ্ঞা।

বা। তোর 'যে আজ্ঞা' কর্‌তে কর্‌তেই যে, এর পিপাসাশান্তি হয় দেখ্‌চি।

নে। কট্ কট্ গরম। সুজি আছে, চিনি আছে—ইত্যাদি।

বা। ওই 'কট্ কট্ গরম'।

নে। কোন্ বাড়ী বাবু?

বা। এই যে সামনে পুবমুখো দরজা।

নে। আজ্ঞে মালুম হ'য়েছে, যাচ্চি।

ফেরিওয়ালার প্রবেশ।

বা। কেমন হে, তোমার এ জিনিস ভাল হ'বে ত?

ফে। আজ্ঞে সুজি আছে, চিনি আছে, মিসিরি আছে—

বা। আমি সে কথা ব'ল্‌চিনে, জিনিস ভাল হ'বে ত?

ফে। আজ্ঞে এক বার খেলে পাঁচ বার খাবে, খারাবি হলে কেন খাবে।

বা। তাই বলনা যে, জিনিস অতি উত্তম।

ফে। আপনি কত্‌কের নেবেন?

বা। দাও, চার পয়সার দাও।

ফে। কিসে নেবেন?

বা। এই রেকাব খানায় দাও। (রেকাব ধারণ)।

ফে। আজ্ঞে (রেকাবে প্রদান)।

ভোলার প্রবেশ।

ভো। আজ্ঞে এই পান জল এনেছি।

রা। ঐ খানে রেখে একছিলিম তামাক আন দেখি।

ভো। আজ্ঞে যাই।

(ভোলার প্রস্থান)।

রা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এই জল নিন।

বা। (রামসেবক বাবুর প্রতি) বাঃ! শুধু জল দিচ্চ নাকি!!

রা। আমার ভুল হ'য়েছে। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি) ভট্টাচার্য্য মহাশয়! শুধু জল খাবেন না, এই দুখানা মুখে দিয়ে জল খান্। (কট্ কট্ প্রদান।)

(ভট্টাচার্য্যের গ্রহণ, ভক্ষণ ও বারিপান)।

রা। এই পান নিন্। (প্রদান)।

ভ। দিন। (গ্রহণ ও চর্ব্বন)।

ফে। বাবু! পয়সা চার্‌টে।

বা। দেওয়া হ'চ্চে। ওরে ভোলা, ভোলা, ওরে ভুলো!

নে। (তারস্বরে।) আজ্ঞে যাই, মশাই যাই।

(একছিলিম তামাক লইয়া ভোলার প্রবেশ)।

রা। ওরে ভোলা! তোরে যে তামাক্ আ'ন্‌তে ব'ল্লেম?

ভো। আজ্ঞে এনেছি, এই নিন্‌না।

বা। ওরে ভোলা! তোর তামাক দেওয়া এখন রেখে দে; একটা কাজ বলি, কর দেখি।

ভো। আজ্ঞে।

বা। আমার ক্যাস বাক্‌সটা এনে দে দেখি।

ভো। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)।

বা। যেন এখানে ছিলি।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে।

বা। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি) মহাশয়! এখানে আসা হ'য়েছে, বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি?

ভ। মহাশয়! বামাপদ বাবু কার নাম?

বা। আজ্ঞে আমারি নাম। আপনার আসা হচ্চে কো'থেকে?

(বাক্স লইয়া ভোলার প্রবেশ)।

ভো। আজ্ঞে এই বাক্‌স নিন।

বা। এই খানে রাখ্।

(ভোলারবাক্‌স রাখা—বামাপদ বাবুর খোলা)।

বা। আঃ গেবো! দুটো বই পয়সা হ'ল না যে। (ফেরিওয়ালার

প্রতি) ওহে! এখন দুটো পয়সা নিলে হবে না; আর এক দিন এসে নয় দুটো নে যাবে।

ফে। না মহাশয়!

বা। তবে আবার টাকা ভাঙ্গাতে হয়।

ফে। তা মহাশয়! টাকা ভাঙ্গান না।

বা। তোমার কাছে এক টাকার পয়সা হবে কি?

ফে। না মহাশয়! আমার সবে এই বৌনি হ'ল।

বা। আচ্ছা র'স, আমি দেখ্‌চি। (বাক্স হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া ভোলাকে দিয়া) দ্যাখ্ ভোলা! এর সঙ্গে যা। এই টাকাটা ভাঙ্গিয়ে একে চারটে পয়সা দিয়ে, বাকি পয়সা নিয়ে আয়।

ভো। যে আজ্ঞে।

(ফেরিওয়ালার সহিত ভোলার প্রস্থান।)

ভ। দিন পাঁচ সাত হ'ল কোন পুস্তকালয়ের সম্মুখে কোন বাবুর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি?

বা। আপনি তবে তাঁরই নিকট হ'তে আস্‌ছেন।

ভ। আজ্ঞে হাঁ। তিনি এই চিঠিখানি আপনাকে দিতে ব'লেচেন। (প্রদান)।

বা। কৈ দেখি। (গ্রহণ ও পাঠ)।

(ভোলার প্রবেশ)।

ভো। আজ্ঞে এই বাকি পয়সা। (প্রদান)।

বা। (গ্রহণ ও গণন করিয়া) ওরে ভোলা! এ কি আন্‌লি?

ভো। আজ্ঞে।

বা। এক আনা কম হ'চ্চে যে?

ভো। আজ্ঞে কেন মহাশয়! ঠিকইত আছে।

বা। বুঝেচি, তুই শংকের মাথা খেয়ে ব'সে আছিস্।

ভো। আজ্ঞে কেন মহাশয়!

বা। কৈ গণ দেখি চার।

ভো। আজ্ঞে কেন এক, দুই, তিন, পাঁচ, ছয়, সাত, আট আর চার।

বা। দূর আহাম্মক।

ভো। আজ্ঞে।

বা। যা যা। যা দুই কল্কে তামাক নিয়ে আয়।

ভো। যে আজ্ঞে।

রা। (বামাপদ বাবুর প্রতি) ওহে! ওকে ভাল ক'রে বুঝিয়া দাও। আমি এই কতক্ষণ এক ছিলিম তামাক আন্‌তে ব'লেছিলেম, তা শুধু এক-ছিলিম তামাক এনেছিল।

ভো। আজ্ঞে আপনি যে কেবল তামাক আন্‌তে বলেছিলেন।

রা। দেখ্‌লে ভাই! বেটা এখনও বোঝে নি।

বা। দ্যাখ্‌ ভোলা (সঙ্কেতাভিনয়) বুঝ্‌লি ত ?

ভো। আজ্ঞে সাদে কি বাবুর চাকর হ'য়েচি, এই বারে বুঝেচি।

বা। কার কার হুকো আন্‌বি বল্‌ দেখি।

ভো। আজ্ঞে আপনাদের দুটো হুকো।

বা। ওরে না, একটা বামনের, আর একটা আমাদের।

ভো। আজ্ঞে বুঝেচি। (প্রস্থান।)

বা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমি তবে চিঠির উত্তর লিখি।

ভ। লিখুন মহাশয়!

রা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! একটা কবিতা শোনাবেন না ?

ভ। কবিতা শুন্‌বেন ?

রা। আজ্ঞে শোনান না।

ভ। আচ্ছা শুনুন্——

'গব্যং পিবতি বিড়ালঃ"।

রা। এ কিরকম কবিতা মহাশয় ?

ভ। বুঝতে পার্‌লেন না! কবিতায় যা যা থাকা আবশ্যক, এতে তা সকলি বিদ্যমান আছে।

রা। কবিতায় কি কি থাকে মহাশয়?

ভ। কবিতায় রস থাকে, চরণ থাকে।

রা। আচ্ছা মহাশয়! এ কবিতার রস কি?

ভ। আহা গব্য রসের ন্যায় উপাদেয় রস আর কি কিছু আছে!

রা। আজ্ঞে হাঁ মহাশয়। এর চরণ?

ভ। কবিতার চার চরণ থাকে। এখানে কবিতার চার চরণ দেখ্‌বেন। কবিতায় বলেছি ‘বিড়ালঃ’। ‘বিড়ালঃ’ কি, না বিড়ালের চার পা।

রা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! যদি আমাদিগকে এত অনুগ্রহ কর্‌লেন, তবে সাধু ভাষায় একটা কবিতা শোনান না?

ভ। অচ্ছা, তাই শুনুন——

ময়দানের মধ্যে জলা, বোতলের মুখে শোলা,
কেল্লার ভেতরে গুলি গোলা।
তুমি মা! ভোগবতী, তুমি মা! ভাগীরথী,
সহরে শুনি River Hoogly.

রা। ওকি হ'চ্ছে মহাশয়! গেয়ে শোনান না।

ভ। এই রোদে কি গাওনা ভাল লাগ্‌বে?

রা। গাওনার এমন সুন্দর সময় কি আর হয়!

ভ। আচ্ছা শুনুন——

ময়দানের মধ্যে জলা, বোতলের মুখে শোলা,
কেল্লার ভেতরে গুলি গোলা।
তুমি মা! ভোগবতী, তুমি মা! ভাগীরথী,
সহরে শুনি River Hoogly.

বাঁকা ত্রিভঙ্গ শ্যাম, আমার গায়েতে নাম,
সে ছোঁড়া স্ত্রীর প্রতি বাম।
(তার) বুদ্ধি হয়েছে ঘোলা, খেয়েছে পাকা কলা,
(তারে) ভুলিয়েছে রাঁড়ের ছিনালি॥

উভয়ে। ঠিক্ ঠিক্।

বা। (বাক্স হইতে ১০, টাকা বাহির করিয়া ভট্টাচার্য্যকে দিয়া) দেখুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এই লউন; আর দেখুন, তাঁকে ব'ল্‌বেন, শীগ্‌গির তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

ভ। আচ্ছা মহাশয়! আমি ব'ল্‌ব; এখন তবে আসি।

বা। যে আজ্ঞা।

(ভট্টাচার্য্যের গমনোদ্যোগ)।

রা। চল্লেন যে মহাশয়! আমাদের একটা গান শুনে যাবেন না?

ভ। থাক্, আর এক দিন নয় শুন্‌ব।

রা। তাও কি কখন হয় মহাশয়! (উঠিয়া ভট্টাচার্য্যকে বসাইয়া চণ্ডীর গানারম্ভ)।——

নগেন্দ্রনন্দিনী দনুজদলনী
মোক্ষবিধায়িনী চণ্ডী গো।
কভু এই সহরেতে কত শত হোটেলেতে
ইংরাজের সঙ্গে খাও ব্রাণ্ডী গো॥
কখন বা পাড়াগাঁয়ে নিজ মূর্ত্তি ধরিয়ে
উপহার নাও পাঁঠার মুণ্ডী গো॥

---

* নামাবলী।

মধ্যস্থলে পুরুত ব'সে, ঘৃতাহুতি দেয় ঠেসে,
কেহ দেয় ধুপ ধুনার গন্ধি গো ॥
ভক্তগণ সবে মিলে, পানা পুকুরেতে ফেলে,
চট্কিয়ে করে তোমায় পিণ্ডী গো ॥
মা ! তোমার কত লীলা, মোর সাধ্য নাহি বলা,
যোগিনী কখন বা পাষণ্ডী গো ॥
মা ! এখন বিদায় চাই, রেণ্ডীর বাড়ীতে যাই,
তথা তোমায় নিবেদিব ব্রাণ্ডী গো ॥

ভ। (উঠিয়া কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলি দিয়া) বেল্লিকদের দেব দেবী নিয়ে তামাসা। যা শুন্‌তে নাই, তাই কি না আমাকে শোনালে। এ স্থানে কি আর থাকতে আছে ? (গমনোদ্যত)।

উভয়ে। রাগ ক'র্‌বেন না ভট্টাচার্য্য মহাশয়! রাগ কর্‌বেন না ; আর একটা গান শুনে যান।

ভ। আজ্ঞে হাঁ মহাশয় ! যা শুন্‌তে নাই—(প্রস্থান)।

রা। তুমি ওকে কি দিলে ?

বা। দশটা টাকা দিলেম ভাই!

রা। কেন, ও তোমার কি ক'রেছে ?

বা। এই দেখ। (লিপি প্রদান)।

রা। (গ্রহণ ও পাঠ করিয়া) আরে বা! চমৎকার ত !!

বা। কেমন!

রা। দশ টাকা কিছু অধিক হয় নি।

বা। কেমন, যাবে ?

রা। ক্ষতি কি।

বা। তবে একটু ব'স ; আমি কাপড় ছেড়ে আসি।

রা। আমাকেও ত কাপড় ছাড়্তে হবে।

বা। একটু দাঁড়াও না, আমি আস্‌ছি।

রা। শুভ কাযে কি বিলম্ব ক'রতে আছে ভাই। আমিও কাপড় ছাড়্তে চল্লেম। তুমি ঐ পথ দিয়া যাবার সময় আমার বাটীতে এক বার call কর্‌লেই আমি বেরিয়ে আ'স্‌ব।

বা। সে কথা মন্দ নয়।

(উভয়ের প্রস্থান)।

তৃতীয় অঙ্ক।

—০::*::০—

পান্নার বিলাসগৃহ।

পান্না। (পুস্তক পাঠ করিতে করিতে স্বগত) অহল্যা ইন্দ্রকে যৌবন অর্পণ ক'র্‌লেন, দ্রৌপদী পাঁচ জনকে সোয়ামী ক'র্‌লেন, কুন্তীর কুমারী অবস্থায় সন্তান হ'ল—এরা হ'লেন সতী। আমরাও ত একাধিককে যৌবন বিক্রয় ক'র্‌চি, তবে সতী না হব কেন? আমাদের উপর একচোকো সমাজের এত আক্রোশ কেন? আমরা তাদের কি ক'র্‌লেম? আমরা ত তাদের ভালই ক'র্‌চি। (পুনরায় পুস্তক পাঠ)।

কেলোর মার প্রবেশ।

কেলোর মা। (সহাস্যে) দ্যাখ মা! আমাদের বাবু ঠিক্ যেন গ্রাবিন সাইয়ের মতন হেল্‌তে দুল্‌তে আস্‌চে।

পা। এখনও ঢোকেনি ত ?

কে। না মা! এলো ব'লে।

পা। আচ্ছা, তুই তবে ওকে এগিয়ে নিয়ে আয়।

কে। আচ্ছা মা! (প্রস্থান)।

হলধর মল্লিকের প্রবেশ।

হলধর। ষোড়শি রূপশি! প্রণাম হই। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)।

পা। আরে কেও ইয়ার নাকি! ব'স্‌তে আজ্ঞা হোক্‌। বলি আমাকে কি তোমার মনে আছে ?

হ। কেন, আমি ত তোমারি, যখনি হুকুম পাচ্চি, তখনি ত আস্‌চি, তবে এ মেবাড়ম্বর কেন ?

পা। (সক্রোধে) মেঘাড়ম্বর কেন? 'ঘুঘু দেখ্‌চ ফাঁদ দেখনি'।

হ। অপরাধ ?

পা। হাঁরে অপ্রেয়! অপরাধ—এত দিন কার দরজায় প'ড়ে ছিলি ?

হ। কেন, আমি তোমাকে বই ত আর কাকেও জানিনে।

পা। হাঁরে একচকো! আমি তবে মিছে কথা কচ্চি ?

হ। মাপ্‌ কর ভাই! আমি এত দিন সর্দ্দিতে শয্যাগত ছিলেম, উঠ্‌তে পারিনি ব'লে এখানে আস্‌তে পারিনি। তুই রাগ করিস্‌নে ভাই!

পা। ওরে নেমকহারাম! আমি তবে আর কি ব'ল্‌চি ?—আমি তোর কেউ নই আর সেই অনামুকো পোড়াকপালীই সব।

হ। রাগ ক'রিস্‌নে ভাই! সত্য ক'রে ব'ল্‌চি, আমি তাকে কাছে আস্‌তে পর্য্যন্ত দিইনে।

পা। আমি তোর আর কোন কথা শুন্‌তে চাইনে। তুই তার কাছে যা।

হ। আমার ঘাট হ'য়েছে। আমি আর কখন এমন কাজ ক'র্ব্ব না। তুমি এ যাত্রা আমাকে মাপ কর ভাই!

পা। (দুই হাতে হলধরের দুই কান মলিয়া) কেমন মনে থাক্‌বে ত?

হ। খুব থাক্‌বে চাঁদ !

পা। (হলধরকে বসাইয়া ভৃত্যের প্রতি) ওরে! তামাক নিয়ে আয়।

নেপথ্যে। যাতা হ্যায়।

হ। অনেক দিন তোকে দেখিনি ভাই ! এখন তুই কেমন আছিস্ পানি?

পা। ম'রে আছি ভাই !

হ। কেন?

পা। খেতে পাইনে।

হ। ও কথা আর তোমাদের মুখে শোভা পায় না চাঁদ! বরং আমরা এক আধ দিন ব'ল্‌লেও ব'ল্‌তে পারি। আজ কাল চাকরীর যেরূপ দশা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে আমাদের একবারে ডান হাতের ব্যাপার বন্ধ না হ'লেই রক্ষা পাই।

পা। তোমাদের টাকা উপার্জ্জনের অনেক পথ আছে।

হ। আমাদের অনেক পথ আছে সত্য, কিন্তু তোমাদের পথটী সকলের সেরা পথ।

পা। কিরূপ?

হ। রাজপথের ওপরের পথ (বারাণ্ডা)।

পা। হারে পাজি ! আমি হেজি বেজি মেয়েমানুষ না কি?

হ। তা তা তুমি যে আমার সতী—proof মেয়ে মানুষ, তা এক বার কেন একশ বার ইয়ারদের কাছে ব'ল্‌তে পারি। আমি সাধ ক'রে ও কথা বলিনি ভাই! হিংসেয় ব'লে ফেলেছি। সাবাস জন্ম ভাই! তোদের। আমি যদি মেয়ে মানুষ হ'তেম, তা হ'লে, এতদিনে সাহেবকে plantain দেখিয়ে, হংসপক্ষ ছেড়ে, বিরহপক্ষে বারাণ্ডায় ব'সে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ক'রে কত কাপ্তেন ভাসা-তেম, আর সিন্দুক ভ'র্‌তেম।

পা। আচ্ছা, আগে আমায় ভাসিয়ে এ কথার প্রমাণ কর দেখি।

হ। (মদের বোতল বাহির করিয়া) বিষ্ণুপদ দ্রব হ'য়ে পনরশ মাইল

জমি ভেসেছিল, আর এত খানি কাল পাথর দ্রব হ'য়ে তোমায় ভাসাতে পারবে না। (বোতলের মুখ খুলিয়া পাম্মার মুখে ধারণ) এখন তুমি ভেবে ভাস।

পা। ছি! ছি! কর কি কর কি? আমি কি মদ খেয়ে থাকি?

হ। খাবে কেন ভাই! পান কর।

পা। আমাকে ও কথা ব'ল না।

হ। আঃ অদৃষ্ট আমার! আঃ আমার ঠুটো শিব!! তুমি এই ইয়ার-পোকাটাকেও ভাসাতে পার্‌লে না!!!

পা। কি বল্লে, কি বল্লে? ওটা তোমার কি?

হ। আঃ পোড়াকপালি! এই ব'ল্লেম, এর মধ্যে ভুলে গেলি। পুরুষ হ'লে কি ক'র্‌তিস? History, Chemistry মুখস্থ ক'র্‌তিস্ কি করে?

পা। আমি অত হিষ্টি কিষ্টি বুঝিনি।

হ। Feast বোঝনা চাঁদ! তোমাকে যে কত feast-party তে নাচিয়ে এনেছি চাঁদ!!!

পা। তুমি কত কথাই জান।

হ। না জেনে কি আর ব'লচি ভাই! (মদের বোতল দেখাইয়া) কেমন এখন মনে প'ড়্‌ল?

পা। সত্যি ভাই! কি ব'ল্‌ছিলে বল না।

হ। এটা কি শুন্‌বে? এ আমার ঠুটো শিব।

পা। ওটা কোথায় পেলে?

হ। ও পোড়া কথা আর তোল কেন?

পা। বলই না; অত বাক্যব্যয় কেন?

হ। ব'ল্‌তে হবে? তবে বলি। ইনি হন এক দেবতা হ্যাণ্ডুর।

পা। আবার কি ইদুর ইদুর ক'চ্ছ।

হ। তুই এত ছিনালিও জানিস্, এ কথাও বুঝতে পাল্লিনে। This is a god of the Hindoos. কেমন পাম্মি! এখন বুঝ্‌লি ত?

পা। তোমার মাথা বুঝ্‌লেম।

হ। আচ্ছা মাইরি, এই বারে তোকে ভাল ক'রে ব'ল্‌ব। এটী হিন্দুর দেবতা শিব।

পা। হাঁঃ! এখন বুঝ্‌লেম। কড়্‌মড়্‌ ক'র্‌লে কি আর বুঝ্‌তে পারি। এটী পাওয়া হ'ল কো'থেকে?

হ। রাজারা হাতী ঘোড়া পায় কো'থেকে?

পা। কিনে।

হ। আমি পেয়েছি কুড়িয়ে।

পা। কি রকমে?

হ। শোন তবে বলি;——কোন এক হিন্দু পরিবারের মধ্যে মুসলমান বাদসার আমল হ'তে বহু কালের এক শিবস্থাপনা ছিল। তার পর এক revolution হ'ল, অর্থাৎ এক জাতির রাজ্য অপর এক জাতির হস্তগত হ'ল। এই রাজ্য বৃটনীয়দিগের হস্তগত হ'ল। রাজ্যের আচার ব্যবহার অনেকটা রাজার ন্যায় হ'য়েথাকে। এখনকার রাজা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং প্রজাবর্গ প্রায় সকলেই এক প্রকার খৃষ্টান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। খৃষ্টানেরা মদ খান, সুতরাং উহাদের দেখাদেখি আমাদের জাতভায়ারাও মদ ধ'রেছেন। এক দিন ঐ পরিবারের সকল পুরুষে মদে চুরচুরে হ'য়ে চাট্‌নির অন্বেষণে সদরে শিবের কোটায় গিয়ে ভাব্‌লেন, এত রাত্তিরে আর কি করি, শিবের ফুল বিল্ব-পত্র নিয়ে অদ্যকার চাট্‌নি সমাধা করা হোক্; কিন্তু এ দিকে যে, শিবের ফুল বিল্বপত্র বেওয়ারিস্‌ দেখে ইন্দুর ছুঁচোয় possession ক'রে ব'সে আছে, তা তাঁরা জানেন না। কর্ত্তারা যখন শিবের পদসেবা ক'র্‌তে যান, অম্নি কতক-গুলো ইন্দুর কট্‌ কট্‌ ক'রে তাঁদের আঙ্গুল কাম্‌ড়ে নিলে। বাবুরা যে এত আশা ক'রে এসেছিলেন, তা না পেয়ে, অর্থাৎ তায় বঞ্চিত হ'য়ে, একেবারে শিবের প্রতি জাতক্রোধ হ'য়ে উঠ্‌লেন। রাগে তাঁদের সর্ব্বশরীর ফুলে গেল। তাঁরা শিবের মাথা কাম্‌ড়ে খেতে উদ্যত হ'লেন, কিন্তু খেতে পাল্লেন না; কারণ শিব আপন শরীর দৃঢ় ক'রে ব'সে আছেন। তার পর কর্ত্তারা স্থির

ক'র্‌লেন, শিবের হাত খাওয়াই শ্রেয়ঃ। তাঁরা শিবের হাত কাম্‌ড়াতে গিয়ে দেখ্‌লেন তাও ঐরূপ। তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে কষ্টেস্থষ্টে শিবের হাত ভেঙ্গে দিলেন। উহার মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞ এবং নীতিজ্ঞ, তাঁরা ব'ল্‌লেন, যখন উৎপাটন করা হ'য়েছে, তখন সমূলে উৎপাটন করাই শ্রেয়ঃ। এই ব'লে শিবকে মন্দির হ'তে তুলে রাজমার্গে ফেলে সকলে আপনাপন privato মহলে প্রবিষ্ট হ'লেন। এই সেই ঠুটো শিব। ভাগ্যিস্, ইনি আমার নজরে প'ড়েছিলেন, তা না হ'লে এই পরমারাধ্য দেবের অদৃষ্টে আরো যে কত কষ্ট ছিল কে জানে ভাই!

পা। আমি যদি না জান্‌তেম, না জানি, তুমি আমাকে আরো কত কি ব'ল্‌তে।

হ। কেন, আমি কি তোমাকে অন্যায় ব'ল্লেম?

পা। সে হ'ল কত বড় কাল পাথরের, আর এ হ'ল কি না সামান্য কাল কাচের।

হ। আঃ অদৃষ্ট আমার! এটাও বুঝ্‌তে পার্‌লিনে ক্ষেপি! তুই এক দিন না খেয়ে থাক্ দেখি (চিবুক ধরিয়া) অম্‌নি তোর চাঁদ বদনখানি শুকিয়ে আমশী হ'য়ে যাবে এখন। আহারাভাবেই অতবড় শিবের এই দুর্দ্দশা হ'য়েছে।

পা। তুমি কি শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতাকে বিশ্বাস কর?

হ। আমি কি তোমার মত?

পা। আমি কিন্তু কাকেও মানিনে।

হ। কেন আমাকে?

পা। না কাকেও না।

হ। আমাকে মান না, য়্যাঁ! তবে এই আমি চল্লেম। (গমনোদ্যোগ)।

পা। যেতে চাও যাও না। আমার তায় ক্ষতি কি?

হ। (চকিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পান্নার পদদ্বয় ধরিয়া) পানি! আমি না বুঝে অন্যায় ব'লেছি। তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। হে শতমুখীধারিণি! তোমার করস্থ শতমুখী দ্বারা আমার অপরাধ টানিয়া লও।

নেপথ্যে গীত।

পথ ভুলে কি মজা হ'য়েছে,
একটা পুরুষ নারীর পায়ে ধ'রেছে।
নারী তাকে মিষ্ট রসে ভাষাচ্যে,
(আবার) পুরুষজাতি, ফুলিয়ে ছাতি,
হজম ক'রে (ও ভাই !) নাচ্‌তেছে।

হ। (চকিত হইয়া পান্নার পদদ্বয় ছাড়িয়া দিয়া) সুন্দরি! তবে আমি যাই ?

পা। না ভাই ! তোমার ও সব কল্লাপনা আমার ভাল লাগে না।

হ। সুন্দরি ! আজ বড় একটা কাপ্তেন ধরা প'ড়েছে।

পা। কৈ, সে কোথা ?

হ। কেন বিধুমুখি ! তবে কি আমাকে plantain দেখাবে চাঁদ !!

পা। তোমার মুখে কেবল ঐ কথা।

হ। দেখ বিধুমুখি ! সেটী কলির পুরুষ। (হস্তদ্বয় বিস্তৃত করিয়া) তার অঙ্গটী দীর্ঘে প্রস্থে আমার এই হাতের পৌনে সাড়ে তিন হাত।

পা। যাও যাও, তোমার কেবল ঠাট্টা।

হ। তবে সুন্দরি ! এই বার ত তোমাকে ঠকিয়েছি। তুমি বল দেখি, ঠাট্টা শব্দের root কি ?

বামাপদ বাবু ও রামসেবক বাবুর প্রবেশ।

উভয়ে। (হলধর বাবুর প্রতি) আচ্ছা ইয়ার ! তুমিই বল দেখি।

হ। (সচকিতে পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া উভয়কে দেখিতে পাইয়া) আসুন, আসুন ! এতক্ষণ আপনাদেরি কথা হ'চ্ছিল।

(পরস্পর করমর্দ্দনপূর্ব্বক উপবেশন)।

হ। (বামাপদ বাবুর প্রতি) আপনাকে যে লিপিখানি পাঠিয়েছিলাম, বোধ করি, আপনি তা পেয়ে থাক্‌বেন।

বা। তা আর পাব না। তা না হ'লে, আপনি যে এখানে আছেন, তা আমরা কি রূপে জানব।

হ। তাও ত বটে। তবে আপনাকে চিঠির কথা বলা আমার অতি অন্যায় কার্য্য হ'য়েছে।

বা। ইয়ার! জগতে অন্যায় কার্য্য কিছুই নাই। চুরিকরা, মিথ্যাকওয়া, বেশ্যাগমন, সুরাপান প্রভৃতি যাহা যাহা আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ অন্যায় মনে করি, অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখ্‌লে তাদের মধ্যে একটীতেও অন্যায় ভাব লক্ষিত হয় না, বরং প্রত্যেক কাযেই ঈশ্বরের প্রেমহস্ত যুক্ত বলিয়া বোধ হয়। যারা এগুলিকে অন্যায় বলে, তাহাদিগকে নিন্দা ক'র্‌তে ইচ্ছা হয়; কারণ এখনও তাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিপক্ক হয় নি।

হ। ঠিক্ কথাই ত মহাশয়। আচ্ছা মহাশয়! আপনার সুরাপান করা হ'য়ে থাকে কি?

বা। ওটা কি না—(রামসেবক বাবুর প্রতি) কেমন ভাই! তুমি কি বল?

রা। আমি ত আর রিফর্ম্মার হই নি।

বা। কেন ভাই! রিফর্ম্মাররা কি করে?

রা। তাঁরা কখন্ যে কিরূপ রূপ ধরেন, তা বুঝে ওঠা মাদৃশ লোকের বুদ্ধির অগম্য! এক জনকে এক সময়ে দেখা গেল, তিনি সহস্র লোকের সমক্ষে সুরাপানের নিন্দা ক'র্‌লেন, আবার পরক্ষণেই দেখা গেল, তিনিই বিবস্ত্র হ'য়ে, শৌণ্ডিকালয় হ'তে বহির্গত হ'লেন!! কেহ বা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন, অথচ আপনার সুকুমার বালক বালিকাদিগের বিবাহ দিতে ক্রটি করেন না!!!

বা। তুমি রিফর্ম্মার হ'তে পার নাই ব'লে, বোধ হয়, তাঁদের নিন্দা

ক’রচ। (সকলের প্রতি) তোমরা একটা কায কর্‌তে যে, একে Great Reformer title দাও।

রা। মাপ কর ভাই! আমারে কথন যেন ওপ্রকার রিফর্ম্মার নাম ধারণ ক’র্ত্তে না হয়।

বা। তুমি যদি stupid না হ’তে, তবে তোমার মুখ হ’তে কথনই এ কথা বেরুত না। এখন সমাজ কি গতিতে চ’ল্‌ছে, তা যদি তুমি জান্‌তে, তা হ’লে, আর এ কথা কথনই মুখে আন্‌তে না।

রা। আমাকে ক্ষমা কর ভাই! এখন সমাজ যে কিরূপে চ’ল্‌ছে, তা আর আমাকে তোমার শেখাতে হ’বে না। আমিও যে সমাজের একজন, ইহাও তোমার মনে ভাবা আবশ্যক।

বা। তুমি জান যে, অপরের মন যোগাতে না পার্‌লে এ জগতে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না? সর্ব্বদা বক্তৃতা ক’র্‌তে না পার্‌লে লোকে কাহাকেও বিদ্বান্ বলে না? বড় লোক হ’বার কিম্বা কোন title পা’বার ইচ্ছা থাক্‌লে খোসামোদ না ক’র্‌লে চলে না? তুমি কি বিবেচনা কর, আমি যে কথা-গুলি ব’ল্লেম, এতে কোন অতিরিক্ত বা অসার কথা আছে?

হ। ঠিক্ কথা ব’লেছেন মহাশয়! এর একটুও মিথ্যা নয়। মহাশয়! এ অধীন আপনার নিকট একটী প্রস্তাব ক’র্‌তে চায়।

বা। কি প্রস্তাব?

হ। মহাশয়! আমরা আপনার যেপ্রকার বিদ্যা বুদ্ধি দেখ্‌লাম, তাতে আপনি যে একজন উপযুক্ত লোক ইহা আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত হ’য়েছে। আমরা যে আপনার নিকট হ’তে প্রচুর জ্ঞানলাভ ক’র্‌তে পারি, ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত। জ্ঞানলাভ ক’র্‌বার স্থান একমাত্র public place. আপনি বিশেষ অবগত আছেন যে, ইহাও একটী public place. এখানে অনেক লোকের গতিবিধি হ’য়ে থাকে। অতএব আমি ইচ্ছা করি, কত দূর সম্ভব ব’ল্‌তে পারি না; আপনি অনুগ্রহ ক’রে এই স্থানে একটী সভা করুন। এই রসময়ী সুন্দরী যদি সুসজ্জিতা হ’য়ে, আলবোলা নিয়ে, এই সভাগৃহের বারা-

প্রায় বসেন, আর আপনি সদর দরজার উপরি বিজ্ঞাপন দেন যে, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এই বাটীতে রিফর্ম্মারদিগের সভা হয়, তা হ'লে, কত রকমের রিফর্ম্মার এসে জোটে, তার আর ইয়ত্তা নাই। আমার ইচ্ছা, আপনি সেই সময়ে সর্ব্বসমক্ষে বক্তৃতা করেন।

বা। আপনি অতি উত্তম কথা ব'লেছেন। দেখুন, আমি সভা ক'র্‌তে, বক্তৃতা ক'র্‌তে বড় ভাল বাসি। আপনারও এ বিষয়ে বড় কম উৎসাহ দেখ্‌ছি না। আচ্ছা, এস্থলে একটী সভা ক'র্‌তে হানি কি?

হ। আচ্ছা মহাশয়! এই সভার কি নামকরণ করা যায়?

বা। র'সুন্, ব'ল্‌ছি। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) আমাদের এই সভার নাম "রত্নাবলী-House" রাখ্‌লে হয় না?

হ। মহাশয়! এতে কি বোঝায় বিশেষ ক'রে না ব'ল্লে এ বিষয়ে আমি মতামত প্রকাশ ক'র্‌তে পারি না।

বা। দেখ, আমার গ—লা—আ—আ—আ শু—ট—ট—

হ। তার আর চিন্তার বিষয় কি। (একগ্লাস মদ বামাপদ বাবুর হস্তে দিয়া) নিন মহাশয়! এতে একবার গলাটা শাণিয়ে নিন।

বা। (মদের পাত্র ধরিয়া) মহাশয়! মদটা কি খাব? খাব নাই বা কেন? খেতে দোষই বা কি? তবে কি জানেন, খেয়ে রাস্তায় প'ড়্‌লেম, কুকুরে মুখে মূতে দে গ্যালো, এতেই দোষ।

হ। ঠিক্ ব'লেছেন মহাশয়!

(বামাপদ বাবু ও আর আর সকলের মদ্যপান)।

বা। এখন এস, সকলে মিলিয়া সভাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

সকলে। তথাস্তু।

বা। প্রথমে হলধর বাবুর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধে তাতেই প্রবৃত্ত হ'তে হ'চ্চে। হলধর বাবুর প্রশ্ন এই—আমি যে, এই সভার নাম "রত্নাবলী-House" রাখ্‌তে চাই, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, আমাদের এই সভায় যিনি যেরূপ রত্ন পাইবার কামনা করবেন, তাঁর

সেই কামনা পূর্ণ হবে। মনে কর, এক জন মাৎলামিকরণাশয়ে মদ্যরত্ন চান, তিনি তাই পাবেন। মনে কর, এক জন রসিক পুরুষ আপনার মনের মতন লোক পান না ব'লে সদা সর্ব্বদা দুঃখিত থাকেন ; এখানে এলে, তাঁর সেই দুঃখ চলে যাবে ; যাহাতে তিনি একটী স্ত্রীরত্ন (বেশ্যা) পান, আমরা সযত্নে তার চেষ্টা ক'র্‌ব। অন্যান্য সভায় যেমন সাধারণের নিমিত্ত নানা-বিধ পুস্তকাদি স্থাপিত থাকে, এতে আমরা সাধারণের নিমিত্ত সেরূপ পুস্ত-কাদি না রেখে,—কারণ আমরা Great Reformer—মদ, গুলি, গাঁজা, আফিম, চরস প্রভৃতি মাদকদ্রব্যরত্ন রাখ্‌ব ; আর মধ্যে মধ্যে সভার উৎ-সবের সময় ফাউল, মটন প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্যরত্ন আনয়ন ক'র্‌ব। Water—

হ। বহুৎ আচ্ছা মহাশয়! (একপাত্র জল লইয়া বামাপদ বাবুর হস্তে প্রদান)।

বা। (জলের পাত্র গ্রহণ করিয়া দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক হলধরের প্রতি) দেখ, তুমি বড় নির্ব্বোধ আছ। তুমি এই সভার সভ্য কিরূপে হবে। এখানে এমন অনেক সভ্য আসিতে পারেন, যাঁরা লজ্জার অনুরোধে মনোগত ভাব প্রকাশ ক'র্‌তে অক্ষম। তবে ত তাঁদের এখানে আসা মিথ্যা হ'বে। মনে কর, আমি একপাত্র জল চাহিলাম—আমি মনের মধ্যে কি চাহিলাম, তাহা তুমি বল্‌তে পার ?

বা। Fy! Fy! এখনও বুঝ্‌তে পার নাই, water শব্দের অর্থ কি? (হলধরের সম্মুখে মাথা ঘুরাইয়া) মদ জান কিরকম বস্তু? (সকলের প্রতি) আপনারা এখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারেন, আপনি মদ চান, তবে জল আন্‌তে ব'ল্লেন কেন? এরূপ ব'ল্‌বার তাৎপর্য্য এই যে, আমি যদি মদ আন্‌তে বলি, আর আমার কথার প্রমাণ এক জন যদি একপাত্র মদ এনে দেয়, আর যদি আপনাদেরও উহা পান ক'র্‌তে ইচ্ছা হয়, তা হ'লে, ঐ পাত্র আর আমি পেলেম না।

হ। তবে আপনি ত বড় আত্মম্ভরি!

বা। বিস্মিত হয়ো না দাদা! শুধু আমি ব'লে নই, দুনিয়াশুদ্ধই এই।

আপনার ছেড়ে কেউ কথা কয় না। আর আপনাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, এমন কোন লোক দেখেছেন কি না, যার আপনার প্রতি তত মনোযোগ নাই, অথচ অপরের কিসে ভাল হয় তদ্বিষয়ে যে সর্ব্বদা ব্যস্ত।

হ। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) না মহাশয়! এরূপ কোন লোক ত এপর্য্যন্ত আমাদের নজরে আইসে নাই। আচ্ছা মহাশয়! আপনার পিপাসা শান্তি ক'রচি। (একপাত্র মদ লইয়া বামাপদ বাবুকে প্রদান)।

(বামাপদ বাবুর মদ্যপান)।

বা। এখন তোমরা বুঝিয়াছ, আমার water শব্দের অর্থ কি?

হ। হাঁ মহাশয়! বুঝেছি।

বা। Very good sir, thank you.

হ। আচ্ছা মহাশয়! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য ক'রে বলুন দেখি, এতে কোনপ্রকার দোষ অর্শে কি না?

বা। দোষ!!! আমি ত এতে অনেক উপকারই দেখ্‌তে পাই।

হ। আচ্ছা মহাশয়! এতে উপকার কি?

বা। দেখ, ইহা তোমাকে বুঝিয়ে দিতে আমার বিস্তর সময় লা'গবে। দেখ—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সভা ক'রতে হ'লে একজন বিচক্ষণ সভাপতির প্রয়োজন। আমাদের এই সভায় সভাপতি হবেন কে?

হ। বামাপদ বাবু! আমরা বিশেষ বিবেচনা ক'রে দেখলেম যে, আমাদের মধ্যে আপনারই সভাপতির আসন প্রাপ্ত হবার অধিকার।

বা। আচ্ছা, আমাকে সভাপতির আসন প্রদানে যদি আপনাদের কোন আপত্তি না থাকে, তবে সভাপতির আসন লইতে আমিও প্রস্তুত আছি।

সকলে। আপনিই সভাপতি হউন।

বা। যে আজ্ঞা। (উঠিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশনপূর্ব্বক) দেখ, তোমরা সকলে, আমি এক্ষণে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলাম। সভাপতি সভার অন্যান্য সভ্য হইতে উচ্চ, এই নিমিত্ত, সভাপতি উচ্চ আসনে

ব'স্‌লেন। আচ্ছা, তোমরা বল দেখি, আমার এই আসন তোমাদের আসন অপেক্ষা উচ্চ হ'য়েছে কি না ?

সকলে। হাঁ মহাশয় ! আপনার আসন উচ্চ হ'য়েছে।

বা। তোমরা তবে বিবেচনা কর যে, আমি এখন তোমাদের পতি হইলাম। পৌরজনেরা যেমন পতির বাধ্য, সেইরূপ তোমাদেরও উচিত আমার বাধ্য হওয়া।

সকলে। অবশ্য অবশ্য।

বা। তোমরা যখন আমার মতে মত দিয়াছ, তখন আমার বোধ হ'চ্চে, তোমাদের উন্নতি অতিনিকটবর্ত্তিনী। এখন তবে আমি আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। কেমন হে সভাবৃন্দ ?

সকলে। অবশ্য অবশ্য।

বা। (গাত্রোত্থানানন্তর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া) এখন এই সভার কার্য্যবিবরণ বর্ণনা করা আবশ্যক বোধে আমি তদ্বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। বেদ যেমন ব্রহ্মার বদননির্গত ব'লে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সেইরূপ আমিও যাহা বলিব তাহা যেন অকাট্য বলিয়া তোমাদের বিশ্বাস থাকে, নচেৎ আমাদের এই সভা প্রথম শ্রেণীর সভা হইবে না। প্রথম শ্রেণীর সভা কাহাকে বলে জান ?

সকলে। না।

বা। তবে বলি শুন,—একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ যে সভার সভাপতি আর অন্যান্য সভ্য এদেশীয়, তাহাকেই প্রথম শ্রেণীর সভা বলা যায় ; কারণ সেই সভায় কেহ সভাপতির বাক্যে দ্বিরুক্তির করেন না।

সকলে। আচ্ছা, আমরাও আপনার কোন কথায় দ্বিরুক্তির ক'র্ব্ব না।

বা। Very good. আর দেখ আমাদের এই সভায় debate হ'বে না। যাঁহারা এখানে আছেন অথবা ভবিষ্যতে আসিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, যাঁহারা সভাকার্য্য কিছুমাত্র অবগত নন, অথচ অপরের আনন্দসূচক করতালি শুনিয়া করতালি দেওয়াই যাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্য—

দুঃখিত হইবেন যে, তাঁহারা আনন্দ প্রকাশ ক'র্‌তে পাইবেন না; কিন্তু আমি তাঁহাদিগের এ দুঃখ রাখ্‌তে দেবো না; কারণ আশা করি, আমি তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ হাসাতে পার্‌ব। আমি যে একপ্রকার নূতনতর বোল শিখেছি তা শুনে, বোধ করি, এমন লোক কেহই এস্থলে উপস্থিত নাই, যিনি না হেসে থা'ক্‌তে পা'র্‌বেন। কেমন মহাশয়গণ! আমার বোল যদি নূতনতর হয়, তা হ'লে কি আপনারা হাস্‌বেন না?

সকলে। মহাশয়! আপনার কথা শুনেই আমাদের হাসি আ'স্‌ছে।

বা। দেখ, এ সভায় কেহ হাস্‌তে পাবে না।

সকলে। সে কি মহাশয়! তবে আমরা কিরূপে আনন্দ প্রকাশ ক'র্‌ব?

বা। কেন, আনন্দপ্রকাশের উপায় যেমন অন্যান্য সভায় হ'য়ে থাকে, করতালি। কেমন তোমরা করতালি জান?

সকলে। তা আর জানিনে! (করতালি দিতে দিতে) এই ত করতালি।

বা। হাঁ ঐ বটে। দেখ, তোমাদের যখন করতালি দিবার প্রয়োজন হবে, ঐ রূপেই দিবে।

সকলে। যে আজ্ঞা।

বা। ডেখ, আমি এখন আরম্ভ করি বক্তৃমা সভাটে। বক্তৃমা করি কোন্ বিষয়ের? আছে এখন সন্দেহ টোমাডের ইঙ্গিটের বিষয়ে। আমাকে ব'ল্‌টে হ'ল এখন সেই বিষয়। টোমরা অনেকে ঐ ইঙ্গিটকে অনাবশ্যক মনে কর, কিণ্টু আমি ডেক্‌টে পাই, উহায় আছে অনেক আবশ্যকটা। (সকলের করতালি)। আচ্ছা, টোমরা মনকে কর, টোমরা এক ঘরে বসিয়া আছ, এমন সময় এক জনের মহাজন আসিয়াছে। মহাজন কাহাকে বলে জান? যে টাকা ঢার দেয়। সে লোক টখন কথায় প্রকাশ ক'র্‌লে অপরের নিণ্ডা হ'টে পারে যে, অমুক লোক গরিব আছে। এই জন্য টখন অটমর্ণের সংকেটে কঠা কহা উচিট। সংকেট ইঙ্গিটের আর একটী

নাম। টখন হ'টে ইঙ্গিটের কঠা বল্‌টে হবে সঙ্কেট বলিটে টোমাডের বুঝিয়া ল'টে হবে আমি ইঙ্গিটের কঠা কহিটেছি। (সভ্যগণের করতালি)। কেমন টোমরা এখন বুঝ্‌টে কর ?

সকলে। আজ্ঞে হাঁ।

বা। Water.

(হলধর বাবু কর্তৃক বামাপদ বাবুর হস্তে একগ্লাস মদ দেওন ও বামাপদ বাবুর তাহা পান)।

বা। ডেখ, সঙ্কেটের এই আর একটী ডৃষ্টাণ্ট। আমি আন্‌টে ব'ল্লে water, টোমরা বুঝটে পেরে আমার সঙ্কেট, আন্‌লে বিলিটি water। কেমন ইহা নয় একটী সঙ্কেট ?

সকলে। (করতালি)।

বা। ডেখ, টোমরা মনকে কর, টোমরা বসিয়া আছে টোমাডের বাটীকে। এমন সময় কোন বাবু এলেন টোমাডের বাটীকে। সেই বাবুকে টমাক পান করা বার অন্য টোমরা কি বল্‌বে বেহারা টমাক ডাও ?

সকলে। না।

বা। টবে কি ব'ল্‌বে।

সকলে। আমরা কেবল বেহারা ব'লে ডা'ক্‌ব, আর আগে হ'তে তাকে শিখিয়ে রাখ্‌ব যে, যখন আমরা, বেহারা ব'লে ডাক্‌ব, তখন তুমি একছিলিম তামাক দিতে হবে ব'লে জান্‌বে।

বা। হাঃ হাঃ হাঃ ঠিক্ কঠাগুলি হ'চ্চে। টোমরা টবে water.—

(হলধর বাবুর সুরা আনয়ন ও বামাপদ বাবুর পান)।

বা। সঙ্কেট কিরূপ, বোঢ করি, টোমরা বুঝেছ, কেমন ?

সকলে। হাঁ মহাশয় ! বিলক্ষণ বুঝেছি।

বা। Water—

হ। আচ্ছা মহাশয় ! আপনি বক্তৃতা ক'র্‌বেন, না water water ক'র্‌বেন ?

বা। দেখ, আমি যে water water ক'র্চি, টুমি ইহার কারণ কিছুমাট্রু অবগট নও। আমাডের ভাষায় বলে একে policy. আমি এই প্রকারে water water ক'র্লে টোমরা মন্‌কে ক'র্বে, আমি বড় পরিশ্রমী। যাহারা না জানে করিটে ভালরূপ বক্টৃমা, যাহাডিগের ডুটী কঠা কহিটে পায় জিহ্বার আড়ষ্টকে, টাহাদিগের পক্ষে এইরূপ করাই উচিট; কারণ টাহা হ'লে অপরে জানিটে পারিবে—ইনি বড় পরিশ্রম করিটেছেন, অটএব বক্টৃমা অবশ্যই ভাল হ'টেছে। কেমন বুঝিয়াছ? Water,—

হ। আপনি আমাকে বেহালা পেলেন না কি? না মহাশয়! আমি আর আপনার জন্য water যোগাতে পার্‌ব না।

বা। ডেখ, টুমি আছ অটি নির্বোচ। টোমাকে ডিবার জন্য জ্ঞান আমি করিটেছি বার বার water water. টুমি যদি হ'টে সুবোচ ট একেবারে ডু বটল লয়ে আমার পাশে ডাঁড়াইয়া ঠাকিটে।

হ। আপনার পেট তবে একটি ঢাকাই জালা দেখ্‌চি।

বা। টুমি কর্‌চ আমার নিণ্ডাকে?

হ। না মহাশয়! আমি আপনার নিন্দা ক'চ্চি না, কেবল ব'ল্‌ছি, দু বোতল water কি আপনার পেটে দিয়ে আমরা আপনার পেটে হাত বুলব।

বা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ আমার বক্টৃমা শুনিয়াছ। আচ্ছা, টবে টোমরা যদি ইচ্ছাকে কর করিটে সুরাপান, আমার জন্য এক বটল রাখিয়া টোমরা এক বোটল পার করিটে পার; কারণ আমার বক্টৃমা প্রায় শেষ হ'য়েছে। আমি আর অধিক সুরার আবশ্যকটা দেখ্‌টে পাইনে।

হ। যে আজ্ঞা।

(বামাপদ বাবুর জন্য এক বোতল সুরা রাখিয়া অপরের সুরাপান। টলিতে টলিতে বামাপদ বাবুর এক খানি লিপি লিখন ও লিখনান্তে ঢলিয়া পতন। এক পাত্র সুরা পান করিয়া রামসেবক বাবুর ঢলিয়া পতন।)

হ। (পান্নার প্রতি) দেখ সুন্দরি ! এরা মদ খাওয়ার ফল হাতে হাতে পেলে। আমরাও ত মদ খেয়ে থাকি, কিন্তু লোকের নিকট বাহাদুরি লবার জন্য অধিক পান ক'রে—(বামাপদ বাবুর লিপি দৃষ্টে) দেখি এ কাগজ খানায় কি লিখেছে। (লিপি পাঠ করিয়া) আরে বাঃ ! বড় সুবিধার দেখ্‌ছি যে। সুবিধার বটে, কিন্তু আমাকে আরো কিছু সুবিধা ক'রে নিতে হবে। আমি এতে আরো কিঞ্চিৎ যোগ দি। (লিখন) দেখ সুন্দরি ! তোমার কপাল ফির্‌বে ফির্‌বে কর্‌চে।

পা। কিসে ?

হ। এই চিঠিতে।

পা। কৈ দেখি।

হ। এই দেখাচ্চি ভাই। (কক্ষমধ্যে লুক্কায়ন)।

পা। ওকি ভাই !

হ। ছিঃ নজর দাও কেন ভাই !

পা। তবে যাও ভাই !

হ। এই দেখ ভাই !

পা। (দেখিয়া) এক কে—তা—আ—আ—

হ। হাঁ—আ—আ—আ—

পা। এখন ভাই ! যাতে এখানি হাত হয় তার চেষ্টা দেখ।

হ। চুরি ! চুরি ক'র্‌তে বল ! !

পা। কেন তুমি কি চুরি ক'র্‌তে অপটু।

হ। বল কি সুন্দরি ! আমি আবার চোর হ'লেম কবে ! !

পা। কেন যে দিন থেকে আমার মন চুরি ক'রেছ।

হ। ঠিক্ ব'লেছ ভাই ! আমি তোর এ কথা মানি, কিন্তু—(কানে কানে) !

পা। তার আর ভাবনা কি ?

হ। আচ্ছা এই আমি চ'ল্লেম।

পা। দেখো, যেন ঠকে এস না।

হ। সুন্দরি! পৌরাঙ্গনার কাছে যদি ঠ'ক্‌ব, তবে আর এ দেহে প্রয়োজন কি!!! (প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক।

বামাপদ বাবুর বাটীর শয়নগৃহ।

(কৃষ্ণপ্রিয়া পশমের জুতা বুনিতে নিযুক্তা)।

কৃষ্ণপ্রিয়া। (আত্মগত) এখানটায় কোন্ রং দেওয়া যায়, বোধ করি, জরদ দিলে মন্দ হয় না; আচ্ছা, দিয়েই দেখি না কেন। (তথা করিয়া) হাঁ, এই রংই এখানকার পক্ষে উপযুক্ত। (তাহা করিয়া) এখানে একটা ফুল দিতে হবে। ফুলের পেটনখানা দেখি। (দেখিয়া ফুল বুনন)।

সরলার প্রবেশ।

কৃ। দিদি! তোর আস্‌তে এত বিলম্ব হ'ল কেন গা?

স। আর বোন্! সব দিনই কি সমান হ'য়ে থাকে।

কৃ। কেন দিদি! দিন কি কখন চব্বিশ ঘণ্টার কম বেশী হ'য়ে থাকে?

স। তা বুঝি জাননা বোন্! সকলের ভাগ্যে কি সমান দিন হ'য়ে থাকে। যারা কর্ম্ম করে, তাদের ছয় ঘণ্টায় দিন; আর যারা নিষ্কর্ম্মা, তাদের এর চার গুণ।

কৃ। হাঁ দিদি! তোর এ কথা মানি। আমি কর্ম্মী তাই কখন থেকে কায আরম্ভ ক'রেছি, আর তোর ত কোন কায নেই তাই এখনও রাত পুইনি মনে ক'রে গড়িমাসি ক'চ্ছিলি, তাই তোর আস্‌তে এত বিলম্ব হ'য়েছে।

স। (হাস্য করিয়া) বড় হাসান্‌টা হাসালি যা হোক্—কলিকালের মেয়ে কি না!

কৃ। কলিকালের মেয়ে গুলো বড় নির্ব্বোধ দিদি!—কিসে কি হয়, কিসের কি উত্তর দিতে হয়, কিছুই জানে না দিদি!!!

স। হ্যালা বোন্‌! আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি উত্তর দিবি ত?

কৃ। তা আর দেব না দিদি!

স। মনে এক কথা, বাহিরে আর এক কথা, হ'বে না ত?

কৃ। তা ও কি হয় দিদি!

স। আচ্ছা তুই! এ জুতা পরাইবি কারে?

কৃ। কেন লো! ভাল বাসি যারে।

স। তবে বুঝি আমায় পরাবি।

কৃ। আমি কি তোমায় ভালবাসি দিদি?

স। আমাকে ভাল বাস্‌তে যাবে কেন বোন্‌!—যাকে ভালবেসে ফল হবে তাকে ভাল না বেসে আমাকে—আমি—!

কৃ। না দিদি! ও সব কজের কথা নয়; আমি তোমাকে পরাব ব'লেই এই জুতা বুন্‌ছি; দেখ দেখি তোমার পছন্দ হয় কি না।

স। আমি ত আর তোমার অর্দ্ধাঙ্গ নই—ভ্যালা দাস্যবৃত্তিটা ক'র্‌চিস্‌ যা হোক্‌।

কৃ। ছি! ছি! ভাল হাসান্‌টা হাসালি দিদি!!! তুমি কি স্ত্রীলোককে সোয়ামী ক'র্‌তে চাও দিদি?

স। তুমি কি এ নূতন কথা শুন্‌লে বোন্‌! স্ত্রীলোকে কি সোয়ামী হয় না?

ক্ষ। সে কি দিদি! তাও কি কখন হয়?

স। কত শত !!!

ক্ষ। দিদি! তোর কথা শুনে আমার হাসি পাচ্চে।

স। বড় হাসির কথা নয় বোন্! ও সব মনে হ'লে আমার কান্না পায়।

ক্ষ। 'ও সব' কি সব দিদি?

স। জান না বোন্! সেই সর্ব্বনাশীরা আপন আপন বেশভূষা ক'রে কেহ বা বারাণ্ডায়, কেহ বা রাস্তায় থেকে পুরুষদিগকে ভোলাবার জন্য আপনাপন হাবভাব প্রকাশ ক'র্‌তে থাকে। পুরুষেরা যে নির্ব্বোধ, তুমি তা ত জানই। পুরুষেরা তাদের ঐ সকল বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গিতে মোহিত হ'য়ে—আনন্দ-সাগরে ভাস্‌লেম—মনে ক'রে মেতে যায়। ওতে যে গরলের উৎপত্তি হ'য়ে শরীর জর জর ক'র্‌বে, নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ তা তাদের জ্ঞান হয় না। এই রূপে কত শত নির্ব্বোধ পুরুষ—চির কালের জন্য আপনার পরিবারকে কাঁদি-য়েছে—আমাদিগের অবলা ভগিনীদিগকে কাঁদিয়েছে ও কাঁদাচ্চে! এ সব মনে হ'লে আমার মন কেঁদে ওঠে। ব'ল্‌ব কি বোন্! তোকে ব'ল্‌ব কি! আমার তখন মনে হয় যে, ঐ রাক্ষসীরা যেমন পুরুষ বশ করে, আমরাও যদি তেম্‌নি সোয়ামী বশ করার কুহক জান্‌তেম, তা হ'লে আমাদের অবলা ভগ্নীদের এ কান্না শুন্‌তে হ'ত না।

ক্ষ। দেখ দিদি! কে একজন ব'লেছিল 'পুরুষ জেঠা সহা যায়, কিন্তু মেয়ে জেঠা সহা যায় না'। তুমি যে পুরুষদিগকে নির্ব্বোধ ব'লচ তা যেন আমার কানে নেহাৎ জেঠামি ব'লে ঠেক্‌চে।

স। বোন্! তোমার মনে যে ওরূপ হবে ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়; কারণ তুমি এই সবে সংসারে পা দিয়েছ, এখনও এর কোথায় কি আছে, কিছুই জান না; ঈশ্বর করুন যেন জান্‌তে না হয়, কিন্তু আজকের বাজারে এমন স্ত্রীলোক আছে কি না সন্দেহ, যাকে সোয়ামীর দোষে কখন না কখন কাঁদ্‌তে হয় নি।

সদর মহলে পুরুষদ্বয়ের সহিত হলধর মল্লিকের প্রবেশ।

হ। দ্যাখ, এই সেই বাড়ী। তোমাদিগকে যা শিখিয়ে দিয়েছি তোমাদের তা মনে আছে ত ?

পু। সেই দুটো কথা আর মনে থাক্‌বে না।

হ। বেস্ বেস্, আমি ত তাই চাই।

পু। এস, এখন অদৃষ্ট পরীক্ষা করা যাক্।

হ। ঠিক্ কথা ব'লেছ ভাই! এ কাযে যতই বিলম্ব ততই ক্ষতি। আচ্ছা, তোমরা কোন কথা কয়ো না। আমি সব ক'চ্চি। তোমরা কেবল এখানে আমার কাছে মোতায়েম থাক্‌বে।

পু। যে আজ্ঞা।

হ। ওগো! এ বাড়ীতে কে আছ গা ?

ঝীর প্রবেশ।

ঝী। কেম গা! আপনারা কোথা হ'তে আস্‌ছেন গা ?

হ। দেখ গা! আমরা তোমার বাবুর কাছ থেকে আ'স্‌ছি। বাড়ীতে দিবার জন্য তিনি এক খানা চিঠি দিয়েছেন।

ঝী। কিসের চিঠি গা ?

হ। এই চিঠিতেই তা লেখা আছে। এখানা গিন্নীকে দিলেই তিনি সব জান্‌তে পার্‌বেন এখন।

ঝী। আচ্ছা, চিঠিখানা দিন, মাকে দিইগে।

হ। এই নাও, দেখো এ চিঠি যেন আর কেহ জান্‌তে না পারে।

ঝী। না মহাশয়! (গ্রহণ ও গৃহিণীর নিকট গমন) মা! তিন জন লোক এই চিঠি খানা আমার হাতে দিয়ে তোমাকে দিতে ব'ল্লে। ব'ল্লে,

এখানি কর্ত্তা বাবু পাঠিয়েছেন, গিন্নী ভিন্ন আর কেউ যেন না দেখে। (চিঠি প্রদান)।

কৃ। (গ্রহণ করিয়া) আচ্ছা, তুই তাদের ব'স্‌তে ব'ল্‌গে যা; আমি চিঠি দেখি।

দা। আচ্ছা মা! (প্রস্থান)।

স। কিসের চিঠি গা?

কৃ। তুমিও সেখানে আমিও সেখানে; চিঠিতে কি লেখা আছে না প'ড়্‌লে তা কিরূপে বুঝ্‌ব? (হাসিতে হাসিতে) আর শুন্‌লে ত, অপরের প'ড়্‌তে বারণ আছে।

স। ভাল, প'ড়্‌তেই বারণ আছে, শুন্‌তে তো আর বারণ নাই।

কৃ (লিপি পাঠ)।

"প্রাণপ্রিয়া শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া—

আমি দুর্বুদ্ধিতা বশতঃ কোন দুষ্ট লোকের সহিত কোন এক ভয়ানক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে আমার ভয়ঙ্কর বিপদ্ উপস্থিত। এক জন জলের সহিত আমাকে কি খাওয়াইয়াছে। তাহাতে আমার অত্যন্ত নেশা হইয়াছে। আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না; অনেক ক্ষণ নেশার সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছি; অজ্ঞান হইয়া কি লিখিতেছি, বলিতে অসমর্থ। আমার যদি বাটী যাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়, তুমি সাবধানে থাকিবে। আমার শেষ কথা এই, তোমার নিকট গত কল্য হাজার টাকার যে এক কেতা নোট রাখিয়া আসিয়াছি, তুমি তাহা কাহা-কেও দিও না।"

তোমার

শ্রীবামাপদ দে।

"পুনশ্চ তোমার নিকট যে টাকা রহিয়াছে তাহা আমার নহে। কোন মহাজনকে দিবার জন্য কোন লোক আমার নিকট তাহা গচ্ছিত রাখিয়াছে। আমার হস্তে ঐ মহাজনকে টাকা দিবার ভার রহিয়াছে। অধিক বিলম্ব হওয়ায় ঐ মহাজন আপনার এক সরকারকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিল। তুমি টাকা দিবে না এই সন্দেহ হওয়ায় দুইজন সাক্ষীর সহিত সেই সরকারকে আমি তোমার নিকট পাঠাইতেছি। তুমি কোন সন্দেহ না করিয়া ইহাকে হাজার টাকার ঐ নোট খানি দিবে। কিমধিকমিতি।"

এ কিরকম চিঠি! এর মর্ম্ম বুঝে ওঠা ভার! উপরের লেখা যে তাঁর, এতে আর কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু নীচের লেখা তাঁর কি না, আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হ'চ্চে। যা হোক্, আমি এর ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। দিদি! দেখ দেখি, এ কোন্ দেশী লেখা।

স। কৈ দেখি।

কু। এই নাও। (প্রদান)।

স। (গ্রহণ ও মুদ্রা দৃষ্টে) কি সর্ব্বনাশ! জুয়াচোরেরা এই রকমেই লোকের মাথায় হাত বুলায়!!

কু। কি ব'লচ দিদি!

স। আর বোন্! ভাগ্যিস্, আমি এখানে এসেছিলাম, তাই রক্ষে, তা না হ'লে, আজ তোমাদের একটা ভারি বিপদ্ হ'ত। কাল তোমার সোয়ামী তোমাকে হাজার টাকার এক কেতা নোট রাখ্‌তে দিয়েছিল জান্‌তে পেরে একটা জুয়াচোর জন দুই লোক নিয়ে ঐ টাকা হাত ক'র্‌তে এয়েচে। তাই ব'ল্‌চি বোন্! ভাগ্যিস্ আমি এয়েছিলাম, তা না হ'লে, আজ তোদের একটা ভারি বিপদ্ ঘ'ট্‌ত।

কু। কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

স। এত বয়স্ হ'ল, এ সব জানতে কি আর বাকী আছে বোন্! দেখ, আমি পূর্ব্বে যে সকল সর্ব্বনাশীদের কথা ব'ল্‌ছিলেম, আমার বোধ হয়, তিনি সেইরূপ কোন সর্ব্বনাশীর কুহকে প'ড়েছেন। প্রথমে বোধ হয়,

তিনি মনে ক'রেছিলেন, আমি ওখানে যাচ্চি ধাঁ ক'রে বেরিয়ে আস্‌ব, কিন্তু কাযে সেটা ঘ'টে ওঠেনি। শেষে মদ খেয়ে তিনি তোমায় এক খানি পত্র লিখ্‌তে লিখ্‌তে মাতাল হ'য়ে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছেন। তাঁর অচেতনা-বস্থায় এরা সেই পত্রখানি হাত ক'রে তাতে হাজার টাকার নোটের কথা লেখা আছে দেখে, তাতেই এই শেষের কথাগুলি যোগ ক'রে জাল ক'রে এনেছে। নীচের লেখাটা জাল জানিস্,—এদের লেখা। দ্যাখ্, আর কাউকে দেখাতে বারণ ক'রেছে কেন জানিস্, পাছে জাল ধরা পড়ে। ভাগ্যিস্, আমি এখানে এসে দেখ্‌লেম, তাইতে জাল ধরা প'ড়্‌ল। আচ্ছা, চিঠিতে যে মহাজনের কথা লেখা আছে, তুমি বল দেখি, সেই মহাজন কে?

ক্ল। আমি কি জানি দিদি!

স। এ আর জানিস্‌নে বোন্। সেই সর্ব্বনাশী রাক্ষসী মহাজন হ'য়ে ব'সে আছে, আর বার জনে নানাস্থান হ'তে নানা কৌশলে অর্থাদি সংগ্রহ ক'রে এনে তার শ্রীচরণে ঢেলে দিয়ে তার (মহাজনের) ঋণ হ'তে মুক্ত হ'চ্চে।

ক্ল। (ক্রন্দন)।

স। আর কাঁদিস্‌নে বোন্! যাতে এরা এ কাযের উপযুক্ত ফল পায়, তাই ক'রি আয়।

ক্ল। কি ক'র্‌বে দিদি!

স। র'স্‌না, ঝীকে ডাকি। (উচ্চৈঃস্বরে) ও ঝি!

নেপথ্যে। যাই মাসি মা।

ঝীর প্রবেশ।

ঝী। কেন গা মাসি মা?

স। ঝি! আমি তোকে একটা কাযে পাঠাতে চাই। কেমন তুই তা ক'র্‌তে পার্‌বি ত?

ঝী। কেন পার্‌ব না মাসি মা! সে কি কায গা মাসি মা?

স। দ্যাখ্ ঝি! তুই যাদের কাছ থেকে এই চিঠিখানা এনেছিস্, তারা জালিয়াৎ; এই চিঠিখানা জাল ক'রেছে। তাদের জব্দ ক'র্‌তে হ'চ্চে। তা না হ'লে তারা আমাদিগকে নির্ব্বোধ ঠাওরাবে। ওদের কি করে আটক করা যায়, বল্ দেখি? ওরা এখন কোথায়?

ঝী। মাসি মা! এই বেলা যেতে পারি ত বড় সুবিধাটাই হয়।

স। কেন, কি হ'য়েছে?

ঝী। মাসি মা! ওরা আপনারাই যে ধরা দিয়েছে। আমাদের আর বড় কষ্ট ক'রে ওদের ধ'র্‌তে হবে না তাই ব'ল্‌ছি। ওরা যে বৈঠক-খানায় ব'সে আছে, সেখান হ'তে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই সেই ঘরের কপাট বন্ধ ক'র্‌লেই সব ন্যাটা চুকে যাবে।

স। বল কি! বেস্ সুবিধা ত!!

ঝী। বেস্ না ত আর ব'ল্‌ছি কি।

স। তবে যা তুই ধাঁ ক'রে যা।

ঝী। আচ্ছা, মাসি মা! (বাহির বাটীতে গমন)।

স। দ্যাখ্ বোন্! এই বারে তোমায় আমার কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে হ'ল। তাকে যদি তুমি আপনার ক'রে রাখ্‌তে চাও, তবে নিজে সাবধান হও, আর তাকে শাসন ক'র্‌তে শেখ। তুমি যদি তা না কর বোন্! তবে তোমার যথাসর্ব্বস্ব যাবে। যা দুই একখানা তোমার গায়ে আছে, সে সমস্ত সে উড়িয়ে দেবে; অতএব বলি সাবধান! এখনও তাকে শাসন কর্‌বার সময় আছে। আমি আর অধিক কি ব'ল্‌ব বোন্! তুমি ত আর নির্ব্বোধ মেয়ে নও; সময় থাক্‌তে বুঝে চল; শেষে যেন পস্তাতে না হয়।

(বাহির বাটী হইতে ঝীর প্রত্যাগমন)।

ঝী। মাসি মা! সব কর্ম্ম ফর্সা।

স। কৈ, কি ক'রে এলি?

ঝী। কেন মাসি মা! ধাঁ করে গেনুম আর ফিরে এনুম।

স। ফিরে এলি তাত সবাই জানে। যা ঠিক্ ক'রে গেলি, তার তুই কি ক'রে এলি ?

ঝী। সে কথা আর কিছু ব'ল্‌বেন না মাসি মা!

স। কেন, কি হ'য়েছে ?

ঝী। আমি যেই বাইরে গিছি, অম্‌নি তারা কি ক'রে আমার মনের কথা জান্‌তে পেরে, মাসি মা! আমাকে ব'ল্লে কি—এস এস রাজলক্ষ্মী এস; আমরা তোমার বিরহে পৃথিবী অন্ধকারময় দেখ্‌ছি; তুমি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে এত বিলম্ব ক'র্‌লে কেন চাঁদ! তোমার কি এরূপ করা উচিত? আমাকে উদ্দেশ ক'রে এইরকম কতো কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তারা হঠাৎ পালিয়ে গেল।

স। তবে ত তুই সবই ক'রে এলি (কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রতি) বোন্! রাত হ'ল, এখন তবে আমি আসি। আর দ্যাখ্, তোকে যা বল্লুম, তা যেন তুই ভুলিস্‌নে—ভুল্লে ঠক্‌বি।

কৃ। আমার তা মনে আছে।

স। মনে থাক্‌লেই ভাল দিদি! কাল বড় মন্দ প'ড়েছে। (ঝীর প্রতি) ও ঝি! বাহিরের দরজা দিবি আয়।

ঝী। চল মাসি মা! (উভয়ের প্রস্থান)।

কৃ। (স্বগত) দিদীর কথা বড় মিছে নয়। দিদী যদি আমাকে এই কথা গুলি না ব'ল্‌তেন, তবে আমি কি ক'রে জান্‌তে পার্‌তেম, আর এর প্রতীকারই বা কিরূপে হ'ত। যা হো'ক্, আমি অবাক্ হ'য়ে গেছি মা! ভদ্র লোকের সন্তান হ'য়ে এদের কিরূপে এমন নীচ প্রবৃত্তি জন্মে। 'সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়' বলে, এ কি তাই? এরা লেখা পড়া শিখেছে, কোথায় দশ জনের মধ্যে গণ্য হবে, না, যাতে অধঃপাতে যায়, দশ জনের ঘৃণার পাত্র হয়, তাতেই এদের মন। যা হোক্, এর একটা প্রতীকার ক'র্‌তে হ'ল। এর সঙ্গে যদি আমার কোন সম্বন্ধ না থাক্‌ত, দূর হোক্, আমি কিছুই ব'ল্‌তাম না, কিন্তু যখন জান্‌ছি, এতে আমার সর্ব্বনাশ হবে, তখন কিরূপে চুপ ক'রে

থাকি। কুলকামিনী ব'লেই কি আমাদের প্রতি পুরুষজাতির এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ। মন! তোকে জিজ্ঞাসা করি, বল্ দেখি, তুই তাকে কি রূপে ভাল ব'লে জান্‌তিস্? এখন আর এ সকল চিন্তার ফল কি? আমিই বা কিরূপে ইহা নিবারণ করি? আমার বল কি? আমি হরিণী, তিনি সিংহ; আমি অবলা, তিনি বলী। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) হাঁ, এ যুক্তি বড় মন্দ হবে না। দ্যাখ্ ঝি! আমি এই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকি, তুই এর দরজায় চাবি দে; সে এসে যখন ব'ল্‌বে, এ কোথা গেল, তখন তুই ব'ল্‌বি, তিন জন লোক এসে এক খানা গাড়ী ক'রে এই খানিকটে আগে তাঁকে বার ক'রে নিয়ে গেছে। বুঝ্‌লি ?

ঝী। হাঁ মা! বুঝিচি।

(তদ্রূপ করিয়া ঝীর প্রস্থান)।

নেপথ্যে। ভোলা, ভোলা, ভোলা, ও ভুলো! ভুলো বুঝি আজ ঘরে নেই। ঝি ঝি, ও ঝি! আ মর্, কেউ যে উত্তর দেয় না। (দ্বারে আঘাত করণ) ঝি, ঝি!

ঝী। আঃ, বাবু এলেন বুঝি। যাই গো, যাই।

(ঝীর দ্বারোদ্ঘাটন—বামাপদ বাবুর প্রবেশ)।

বা। ঝি! আজ ভোলা গেল কোথা ?

ঝি। কি জানি বাবু! সে কোথায় গেছে।

বা। আ মর্, সে বেটা ত ভারি বজ্জাতি আরম্ভ ক'র্‌লে। (গৃহের কপাট বন্ধ দেখিয়া) ঝি! এ কি! এ ঘরে তালা দেওয়া কেন? সে কোথায় বেড়াতে গেছে বুঝি? আ মর্, এত রাত্তিরেও তার বেড়ান ঘোচে না।

ঝী। (রোদন) আপনার অদৃষ্টেও এত ছিল!

বা। কি হ'য়েছে ঝি! সত্বর বল্ না, কাঁদিস্ কেন ?

ঝী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) সাদে কি কাঁদি বাবু! খানিক্‌টে আগে তিন্‌টে মিন্‌সে এসে মাকে কোথায় নেগাল। আমি চোর মনে ক'রে চেঁচাতে যাব কি, তারা একখানা চাদর দিয়ে আমার মুখ বেঁধে ফেল্লে।

আমার দশা দেখে মা ব'ল্লেন, তোমরা ওকে বাঁধ্‌লে কেন? তারা অম্নি ব'ল্লে সুন্দরি! তোমার জন্যে। তিনি তাদের ভাবভঙ্গি বুঝ্‌তে পেরে, পলাবার জন্যে কতই চেষ্টা ক'র্‌লেন, কিন্তু কিছুতেই পাল্লেন না। তিনি একা, আর তারা ষণ্ডা ষণ্ডা তিন জন!!

বা। ঝি! বলি কি!!! আহা! দুর্বৃত্তেরা যখন প্রিয়ার অঙ্গস্পর্শ ক'রেছিল, তখন তাঁর মন কিরূপ হ'য়েছিল! আহা! আমার জন্যে প্রিয়ার মনে তখন কত কষ্টই হ'য়েছিল! আমার কেন এমন দুর্বুদ্ধি ঘট্‌ল! আমি কেন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী এলেম না! প্রিয়ে! এখন তোমার কি যাতনাই হ'চ্চে!!

ঝী। (রোদন) বাবু! একটু স্থির হোন্।

বা। ঝি! সে কোথায় আছে ব'লে দে। প্রিয়া ত আমার সেরূপ নয়। প্রিয়ার চরিত্র অতি পবিত্র। সে ত আমার হারাবার ধন নয়। ঝি! সত্য কথা কি, বল্।

ঝী। আমি কি জানি বাবু।

বা। জানিস্ নে? তুই বেটী! সব জানিস্। সে কোথায় গেল, বল্। (ক্ষণৈক পরে) হা ধর্ম্ম! তোমার এই দুর্গতি!!! হাঁ হাঁ বুঝেচি। প্রিয়ে! বোধ হয়, তোমার তাতে—না, তা হবে না। চল্লেম, এই আমি পুলিসে চল্লেম; দেখ্‌ব, সেই পাষণ্ডেরা কি ক'রে আমার সেই প্রাণের নলিনীকে লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে।

ঝী। বাবু! আপনি অত ব্যস্ত হবেন না; এত রাত্তিরে কোথায় তাঁর সন্ধান পাবেন বলুন।

বা। সত্য সত্যই কি আমি লক্ষ্মীছাড়া হ'য়েছি?

ঝী। দরজা খুলে দিচ্চি, আপনি এখন আহার ক'রে শয়ন করুন; কাল সকালে এর যা হয় একটা ভালরকম উপায় ক'র্‌বেন। শাল রুমালই পাচার হয়, মানুষ ত কখন পাচার হয় না। তারা তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে, ধরা প'ড়্‌বেই পড়্‌বে। (গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন)।

বা। (গৃহে প্রবেশ করিয়া) হা অদৃষ্ট! চরিত্রদোষে শেষে আমায়

কিনা লক্ষীছাড়া হ'তে হ'ল!! (আলোক জ্বালিয়া সবিস্ময়ে) য়্যাঁ! এ কি! ঐ না তিনি শয্যায় শুয়ে। আমি কি তবে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। তাই বা কেন হ'বে। এ সব ঝীরই কাণ্ড! উঃ, ঝী বেটীর স্বভাবটা কি ভয়ঙ্কর!

কৃ। আপনার স্বভাবটী যেন কাচের ন্যায় নির্ম্মল।

বা। সুন্দরি! তুমি জেগে থেকে সচ্ছন্দে আমার এই দুরবস্থাটা চক্ষে দেখ্‌ছিলে!

কৃ। দুরবস্থার তোমার এখন হ'য়েছে কি? এই ত তার গৌরচন্দ্রিমা।

বা। কেন প্রিয়ে! আমার প্রতি একপ নিষ্ঠুর বচন প্রয়োগ ক'র্‌চ?

কৃ। তোমা অপেক্ষা আমার বাক্য কি এতই নিষ্ঠুর, কখনই না।

বা। সুন্দরি! আমি তোমার কাছে কি অপরাধ ক'রেছি?

কৃ। তুমি ভেবে দেখ দেখি, কোন অপরাধ ক'রেছ কি না।

বা। (ক্ষণৈক চিন্তা করিয়া) কৈ, আমি ত কিছু ভেবে পেলেম না। তুমিই বলে দাও, আমি তোমার কাছে কি অপরাধ ক'রেছি।

কৃ। এখন ভেবে পাবে কেন? এখন যে কুমীরকে কলা দেখিয়ে ডেঙ্গায় উঠেছ—

বা। এতও জান।

কৃ। (সক্রোধে) 'এতও জান' তবে তুমি কিছুই করনি? না—(উঠিয়া নিকটে গিয়া) তোমার মুখে এ কিসের দুর্গন্ধ নাথ? (সত্বর বালিসের নিম্ন হইতে চিঠি বাহির করিয়া) চক্ষের মাথা খেয়ে দেখ দেখি, এ খানা কার চিঠি?

বা। কৈ, দেখি।

কৃ। এই দেখ। (হস্তে পত্র প্রদান)।

বা। (গ্রহণ ও পাঠ) এ কি! এ যে আমার হাতের চিঠি দেখ্‌ছি। (পত্রের শেষাংশ দেখিয়া) এ আবার কি! এ ত আমার হাতের লেখা নয়! (সবিস্ময়ে পাঠ করিয়া) এ যে জুয়াচোরের লেখা দেখ্‌ছি। (কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রতি) প্রিয়ে! বেটারা নোটখানা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যাইনি ত?

ক্ল। আমি ত আর মদ খেয়ে মাতাল হইনি যে, জুয়াচোরে আমায় ঠকিয়ে আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে যাবে।

বা। সেই পাপিষ্ঠেরা এখন কোথায় গেল?

ক্ল। বেটাদিগকে বদ্ধ ক'রে রাখ্‌ব, মনে ক'রেছিলাম, কিন্তু বেটারা খুব পাকা লোক, আগেই আমাদের অভিপ্রায় বুঝে কৌশল ক'রে পালিয়ে গেছে। (স্বগত) এখন কি করা যায়? এ সম্বন্ধে এমন একটা কিছু করা চাই, যাতে প্রাণনাথ ভুলেও আর সে কুপথ না মাড়ান। সে উপায়ই বা কি? (চিন্তা) হ'য়েছে এর উপায় ভেবে পেয়েছি। (বামাপদ বাবুর প্রতি) কেমন হে রসরাজ! কেমন মজা ক'রে এলে? আহা! তেমন বিশুদ্ধ আমোদ ফেলে হঠাৎ এখানে আসা হ'ল কেন?

বা। প্রিয়ে! আমি তোমার পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রে ব'লছি, তুমি আমায় আর বাক্‌যন্ত্রণা দিও না। আমার বিলক্ষণ শিক্ষা হ'য়েছে। আমি আর কখন সে কুস্থানে যাব না।

ক্ল। আহা! তেমন মজা কি আর কোথাও হবার যো আছে?

বা। না প্রিয়ে! তুমি আর আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ কোরো না। আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি, মদ্যবিষ পান করা দূরে থাক্, কখন স্পর্শও ক'র্ব্ব না।

ক্ল। অমৃতে এত অরুচি কেন? যাতে এত সুখ, তাও কি কখন ছাড়্‌তে আছে?

বা। প্রিয়ে! যা পান ক'র্‌লে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়ে লোকে পশুভাব ধারণ করে, অমৃতের সঙ্গে কি তার তুলনা হয়? না তাতে কোন সুখ আছে?

ক্ল। না, তোমার আর বকধার্ম্মিক হ'তে হবে না। যাও, তুমি মদ খেয়ে সেই রসময়ীর সঙ্গে রঙ্গ করগে।

বা। প্রিয়ে! আমি তোমার কাছে দিব্য ক'রে ব'লছি, তুমি আমাকে যা ক'র্‌তে ব'লবে আমি তাই ক'রব।

কু। ক'র্‌বে?

বা। ক'র্‌ব।

কু। ক'রবে?

বা। ক'র্‌ব।

কু। ক'র্‌বে?

বা। ক'র্‌ব।

কু। আচ্ছা, তিন সত্যি ক'র্‌লে। এখন হ'তে তুমি আমার কোন কথা অন্যথা ক'র্‌তে পার্‌বে না। তোমাকে অধিক আর কিছু ব'ল্‌তে চাইনে, এখন স্নান ক'রে আস্‌তে হবে; নতুবা তুমি আমাকে ছুঁতে পার্‌বে না।

বা। কি ব'ল্লে? কি ব'ল্লে? এই শীতে স্নান! তুমি, এ ছাড়া অন্য যা ব'ল্‌বে আমি তাই ক'র্‌তে প্রস্তুত।

কু। এই যে তিন সত্যি কর্‌লে!

বা। প্রিয়ে! তুমি আর আমায় দগ্ধ কোরো না। অনুতাপানলে আমার শরীর নিরন্তর দগ্ধ হ'চ্চে।

কু। তোমার শরীর দগ্ধ হ'চ্চে জান্‌তে পেরেই ত আমি তোমাকে স্নান ক'র্‌বার বিধি দিচ্চি। তুমি স্নান কর দেখি, তোমার শরীর শীতল হ'বে এখন।

বা। আচ্ছা, তবে আমাকে একটু তেল দাও।

কু। শরীরে যে তেল হ'য়েছে, আবার তেল কেন?

বা। এত রাত্রে স্নান করি কোথায়?

কু। কেন, এমন খিড়্‌কী থাক্‌তে স্নান কর্‌বার আবার ভাবনা।

বা। ওর নাম শুনেই আমার গায়ে জ্বর আস্‌ছে;—ওর যে দুর্গন্ধ পচাজল।

কু। ঐ খানেই তোমাকে স্নান ক'র্‌তে হবে।

বা। তা আমি ম'লেও পার্‌ব্ব না।

কু। আবার?—

বা। আচ্ছা, তুমি যা ব'ল্‌বে, আমি তাই ক'র্‌ব, কিন্তু ওখানে যে—

ক্ব। তার আর ভাবনা কি ; আমি আলো ধ'র্‌ছি। (আলোক প্রদর্শন)।

(স্নানার্থে বামাপদ বাবুর প্রস্থান)।

নেপথ্যে। বাবা রে! শীতে গেলুম রে! এ আবার কি রে! আমার পা ক্রমে পাঁকে ব'সে যা'চ্চে যে! আমার কোন পুরুষে ত এত পাঁকে প'ড়েনি! পাঁকে প'ড়ে কোমর জলে আমার গলা জল হ'য়ে উঠ্‌ল যে! ওগো! তোমরা আমাকে রক্ষা কর গো! একটা বড় কপিকল দিয়ে আমাকে ড্যাঙ্গায় তোল গো!! ও বাবা! আমার প্রাণটা হাঁপিয়ে উট্‌ছে যে!!!

ক্ব। তুমি ধাঁ ক'রে ডুব দিয়ে ওঠ।

নে। আমার ডুব দেওয়া হ'য়েছে। ও বাবা! আবার জলে এ সব কি ভাস্‌ছে?

ক্ব। ও সব পদ্মফুল, দেখ্‌তে পাচ্চ না।

নে। তোমার জন্য কিছু নিয়ে যাব সুন্দরি? (বিকৃতমুখে) আ মরি, মরি! ফুলের কি সুন্দর গন্ধ!!

ক্ব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ'য়েছে। তোমার আর রঙ্গে কায নেই। তুমি শীগ্‌গির জল থেকে উঠে এস; প্রদীপে আর তেল নেই।

নে। দোহাই সুন্দরি! তুমি আমার মাথা খাও, প্রদীপটা নিবিও না। (সবিস্ময়ে) বাবা! আমার পায়ে যে পাঁক লেগেছে, তা পুরোপুরি পাঁচ সেরের অধিক হবে ত কম নয়। পাঁক ত নয়, যেন জিওলের আটা!!

ক্ব। তুমি শীগ্‌গির উঠে এস; প্রদীপ যায় যায় হ'য়েছে।

নে। এই পা ধুয়ে যাচ্চি। মানুষে এমন বিপদেও পড়ে। রাম! তুমিই আজ্‌ আমায় বাঁচালে।

(স্নানানন্তর বামাপদ বাবুর প্রবেশ)।

বা। (শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে) সুন্দরি! কাপড় দাও। শীতে মারা যাই!

ক্ব। কাপড় আবার পাব কোথায়! তুমি কাপড় ভিজুলে যে।

বা। সুন্দরি! তোমার কাছে দিব্য ক'র্‌চি, আর আমি কখনও পথ মাড়াব না। বাবা! ও পথের এত সুখ!! আমি ত ওপথে যাবই না, আর কাকে যেতেও দেব না।

স্ব। (সানন্দে) প্রাণনাথ! কি ব'ল্লে? আর এক বার বল। আমি তোমার প্রতিজ্ঞা শুনে সুখী হ'লেম; অতঃপর জান্‌লাম, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে।

পঞ্চম অঙ্ক

মাতাল বাবুর বৈঠকখানা।

(তথায় মাতাল বাবু ও অনেক মোসাহেব আসীন)।

মা। (এক হস্তে মদের বোতল ও অপর হস্তে গ্লাস ধরিয়া) কেমন হে! চলে কি?

মো। আমাকে আপনার prostituto ক'রেই দেখুন না, চলে কি না।

মা। (সক্রোধে) দূর্ শালা! বেটার কি ইংরাজীতে বিদ্যে। বেটা substitute ব'ল্‌তে কি ব'লে ব'স্‌ল। তুই বেটা কি মেয়ে মানুষ যে, আমার prostituto হবি?

মো। চোট না বাবা! ইংরেজীটে আমার শুনে শেখা ব'লে কিছু উল্‌টে পাল্‌টে যায়, নতুবা আসলে ঠিক্ আছি বাবা!

মা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ তার আর ভাবনা কি। (মদের বোতল ও গ্লাস প্রদানে অগ্রসর)।

মো। No use of the glass. (মদের বোতল ধরিয়া মুখে দেওন)।

মা। ও কি বাবা! আমার জন্য কিছু রাখ্‌বে না নাকি?

মো। (মদের বোতল শূন্য করিয়া গড়াইয়া দেওন।) বাবা! গরিব বামন ব'লে কি কেবল জল দিয়েই সার্‌লে? চাটের বিষয়টা কি কিছু হবে না?

মা। যাও যাও, আমি তোমার আর কোন কথা শুন্‌তে চাইনে।

মো। (সক্রোধে) আচ্ছা, আমি তবে চল্লেম। (গমনোদ্যত)।

মা। আঃ! তাও কি কখন হয়। (গমনে বাধা দেওন)।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রবেশ।

ঠাকুর। (শিষ্যকে সুরাপানোন্মত্ত দেখিয়া স্বগত) বাপাজী দেখ্‌ছি, একেবারে অধঃপাতে গিয়াছেন। আহা! ভদ্রসন্তান কোথায় লেখাপড়া শিখে স্বদেশের হিতসাধন ক'র্‌বে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'রে পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব বৃদ্ধি ক'র্‌বে, সস্নেহ সরল ব্যবহার দ্বারা আত্মীয় জনগণকে সুখী ক'র্‌বে, তা না হ'য়ে অতি জঘন্য মদ্যবিষ পান ক'রে উন্মত্তের ন্যায় অসম্বদ্ধ প্রলাপ ব'ক্‌তেছে; এখন আমাকে কিছু কটূকাটব্য না ব'ল্‌লে রক্ষা পাই। (প্রকাশে) উদরের পীড়ার দরুণ বাবাজীর কি কিঞ্চিৎ সিদ্ধি খাওয়া হ'য়েছে?

মা। (সানন্দে) ঠাকুর মহাশয়! তা নয়, তা নয়, তা নয়, মায়ের প্রসাদ মদ্‌টুকু খেয়ে ব'সে আছি বাবা!

ঠা। (স্বগত) আজ্ মনে ক'রে এসেছিলেম, গৃহিণীর সুন্দর নতটী ত সম্পূর্ণ আমার দোষেই ভেঙ্গে আছে, শিষ্যের নিকট হ'তে কোন কৌশলে কিছু নিয়ে গিয়ে সেটী মেরামত করিয়ে দিব, কিন্তু তার ত কোন সুবিধা দেখ্‌ছি না। (প্রকাশে) বাবু! এখন তবে আমি আসি।

মা। (সবিনয়ে) বাবা! আজ আমার শরীরের গতিকটে বড় ভাল নয়। পাছে না উঠ্‌তে পারি, এই ভয়ে, তোমাকে কিছু দেওয়া দূরে থাক্, ভূমিষ্ঠ হ'য়ে একটী প্রণাম কর্‌তেও এ দাসের কোন ক্রমেই সাহস হ'ল না।

ঠাকুর মহাশয় ! কিছু মনে ক'র না বাবা ! আমি পরে তোমার এ সমস্ত পাওনা কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ ক'র্‌ব ।

ঠা । আচ্ছা, আমি তবে সময়ান্তরে আস্‌ব । (প্রস্থান) ।

বামাপদ বাবুর প্রবেশ ।

মা । (বামাপদ বাবুর প্রতি) আরে কেও, Burke না কি ?

বা । আমি আবার Burke হ'লেম কবে ?

মা । শুন্‌লেম, তুমি নাকি সে দিন পান্নার ঘরে oratory ক'রে এসেছ ।

বা । সে আবার কি ! সে হ'ল বেশ্যা, আমি হ'লেম ভদ্র সন্তান । আমি তার ঘরে—

মা । আবার চালাকি বাবা !

বা । কেন ?

মা । বাব্বীদিগকে ঘৃণা ।

বা । ছি ! ও কথা ব'ল না । বাবু মাত্রেই কি বেশ্যায় রত—আর তাদের পায়ে ধরে ?

মা । হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ ! আবার পায়ে ধরা পর্য্যন্ত হ'য়েছিল না কি ?

বা । না না, তার নয় ।

মা । তবে আবার কার ?

বা । আর ভাই ! সে দুঃখের কথা কিছু ব'ল না । সে দিন আমার বাড়ী আস্‌তে একটু রাত হ'য়েছিল, আর মুখে একটু গন্ধও ছিল ব'লে গৃহিণী রাগ ক'রে আমাকে সেই পচা পুকুরে নাইয়েছিল ।

মা । তুমি তো সাক্ষাৎ সূর্য্যকুলের রাজা দশরথ ।

বা । কিসে ?

মা । স্ত্রৈণে ।

বা । কিরকম ?

মা। রাজা দশরথ যেমন নারীর মন যোগাতে গিয়ে গুণোত্তম সন্তানকে বনে দিয়েছিলেন, তুমিও তদ্রূপ গৃহিণীর মনস্তুষ্টির জন্যে মুক্তিস্নান ক'রেছ।

বা। ঠিক্ ব'লেছ ভাই!

মা। থাম থাম, আর একটা কথা বলি। তুমি তা শুনে রাগ ক'র্‌বে না ত?

বা। তুমি অবাধে বল; আমি হঠাৎ রাগ কর্‌বার লোক নই।

মা। আচ্ছা, তুমি যদি গৃহিণীর আজ্ঞা পালন ক'রে, সেই রাজা দশরথের ন্যায় মানবলীলা সংবরণ করতে, তা হ'লে ত আমরা আর তোমাকে দেখ্‌তে পেতেম না।

বা। লোকে কথায় বলে, 'স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ'। আমি যদি একান্তই ম'র্‌তেম, আমার অর্দ্ধাঙ্গ ত বেঁচে থাক্‌ত; তাকেই তোমরা দেখে তুষ্টি লাভ ক'র্‌তে।

মা। না বাবা! ঘোলের সাধ কি অম্বলে মেটে? শিঙে হারিয়ে—ফুঁ? যে সাগর ছাঁচা মাণিক চায় সে কি কথন ছুট পাতরে সন্তুষ্ট হয়? আমরা ইয়ার লোক! ইয়ারকেই চাই বাবা!

বা। বাহাবা, আজ্ কাল তুমিও যে, একজন বিলক্ষণ orator হ'য়ে উঠ্‌লে দেখ্‌চি।

মা। (সানন্দে) আমরা ত বাবা! তত ভাল লেখাপড়া জানিনে; যা কিছু ব'ল্‌তে কইতে পারি, সে কেবল কর্ত্তা বাবুর কৃপায়। (উচ্চৈঃসরে)

নারী বিনা সুখের জিনিস এ সংসারে আর কি আছে।
গ্রাহ্য নয় অন্য সুখ তার নারীর প্রেমে যে মজেছে॥

বা। রক্ষা কর ভাই! দোহাই ভাই! আর ওকথা মুখে এনো না!!!

মা। (পুনর্ব্বার উচ্চ রবে)

নর বিনা নারী জাতি সুখী হয় যে জন বলে।
প্রণয়ের মধুর ভাব জানে না সে কোন কালে॥

বা। সোণার চাঁদ আমার! তোমার আইবুড় নাম ঘুচুক্, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্; বৌ এসে তোমাকে বাবা ব'লে ডাকুক্।

মা। আরে যাও, যাও, আজকাল ওরকম পুরণ রসিকতা, পুরণ আমোদ আর ভাল লাগে না বাবা! এমন সুসভ্য রাজার রাজ্যে থেকেও এখন যদি সভ্যতা শিখ্‌লে না, তবে আর শিখ্‌বে কবে? ব্রাণ্ডী খেয়ে ইয়ারকী দিয়ে না বেড়ালে কি এখন সভ্যমধ্যে গণ্য হওয়া যায়?

বা। নিখিল পাপের জননী যে সুরা ভারতলক্ষ্মীর প্রতি ধমনীতে থেকে আমাদিগকে উচ্ছিন্ন ক'র্‌ছে, সেই সুরাপান ক'রে তুমি সভ্য হ'তে পার, কিন্তু আমার গণনায় দেশে এক পাই অকৃত্রিম সভ্য আছে কি না সন্দেহ। অবশিষ্ট পনর আনা তিন পাই লোক তোমার ন্যায় আজকালের সভ্য।

মা। তবে তুমি বাবা! এক পাইয়ের মধ্যে, না পনর আনা তিন পাইয়ের মধ্যে?

বা। (করযোড়ে) অধীনের প্রতি হুজুরের যেরূপ আদেশ হয়।

মো। (বামাপদ বাবুর প্রতি) যখন সুরার প্রতি আপনার এরূপ প্রয়োগ, তখন লাঙ্গল কাঁধে ক'রে মাঠে যান, আপনার প্রতি আমার বাবুর এই আদেশ।

বা। (সক্রোধে) তোমার বাবুর আদেশই আমার শিরোধার্য্য। এই আমি লাঙ্গল লয়ে মাঠে চল্লেম। (গমনোদ্যোগ)।

মা। (বামাপদ বাবুর হস্ত ধরিয়া) আরে কার কথায় তুমি রাগ কর ভাই! কার কথায় রাগ কর? যদি বল ও আমার হ'য়ে তোমাকে কটু কথা ব'লেছে, সেটী তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম। ও আমার জ্ঞাতিও নয়, কুটুম্বও নয়। কোন গতিকে আমার মন জুগিয়ে পেট পোরানই ওর ব্যবসায়। ও আহাম্মুকের কথায় কি কখন রাগ ক'র্‌তে আছে?

বা। না ভাই! তুমি ওকে নিয়ে সুখে থাক, আমি এখন চল্লেম। (গমনোদ্যোগ)।

মা। ওর কথা তুমি গ্রাহ্যের মধ্যে এনো না। আমি ভাই! তোমার

হাতে ধ'রে ব'লছি এতে যদি কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে, সে অপরাধ আমার। তুমি এ অসভ্যের সে অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি যে আমার কেমন হিতৈষী বন্ধু, তোমা হ'তে যে আমি কত জ্ঞান লাভ ক'রছি তা ও মূর্খ কি জানবে?

বা। না ভাই! তোমার অপরাধ কি? ও সকল আমারি অপরাধ। আমি যদি এখানে না আসতেম, তা হ'লে ত আর আমাকে এ সব জঘন্য কটু কথা শুনতে হ'ত না।

মা। (বামাপদ বাবুর উপদেশে অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) এই চিড়িয়া খানায় বাস ক'রে সুখী হ'ব আশায়, অসুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে, আপন দেহ ক্ষত বিক্ষত ক'রে, যদি কখন তোমার ন্যায় পণ্ডিতের সহবাসে সে ক্লেশভার লঘু ক'রতেম, ভাই! তুমি কি সে পথে কণ্টক দিতে চাও? ভাই! তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রতে চাচ্চ, কিন্তু আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না! আমি অসভ্য, আমি মূর্খ, আমি মাতাল! বামাপদ বাবু! আমি অনেক দিন হ'তে এপ্রকার পাগলামি ক'রছি; প্রথম প্রথম মনে ক'রেছিলেম, এতেই বুঝি স্বর্গের চাঁদ হাতে পেলেম, কিন্তু ভাই! শেষে দেখলেম, এ সকল কেবল লজ্জা, মনস্তাপ ও বিষাদে পরিপূর্ণ। ভাই! আমার এ রোগের কি কোনপ্রকার ঔষধ নাই?

বা। যখন রোগ আছে, তখন তার ঔষধও আছে।

মো। (স্বগত বামাপদ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) এ লোকটার ভাব গতিক বড় ভাল নয়। বেটা এমন সোণার চাঁদ বাবুটোকে ভুজঙ্ ভাজাঙ্ দিয়ে একেবারে বিগড়ে তুলেছে; আমাকেও মজাতে ব'সেছে। আমি গরিব, বিদ্যে শূন্য হ'য়ে পেটের জ্বালায় এসে বাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে সচ্ছন্দে ডান হাতের ব্যাপারটা চালাচ্ছিলেম। এই এক শনি এসে উপস্থিত হ'ল কোথা থেকে? এখানে যে আর কিছু হয় এমত ত বুঝি না। আর এখানে থাকায় কি ফল? অন্যত্র চারফেলার জোগাড় দেখিগে!

বা। (মাতাল বাবুর প্রতি) তোমার কি ভাই! সত্যনারায়ণের পুথি পাঠ করা হ'য়েছে?

মা। না ভাই !

বা। আচ্ছা, তুমি যদি একমনে সত্য শব্দ উচ্চারণ ক'র্‌তে পার, তবে আমি তোমাকে তাহা পাঠ ক'রে শোনাতে পারি।

মা। আচ্ছা, আমি একমনে সত্য শব্দ উচ্চারণ ক'র্‌ব।

বা। আচ্ছা, বল সত্য।

মা। সত্য।

বা। না, হ'ল না।

মা। কেন, ভাই !

বা। এক মনে হ'ল কৈ? আমার মুখের দিকে তোমার মন র'য়েছে যে।

মা। আচ্ছা ভাই! এ বার আমি মাথা নিচু ক'রে ব'ল্‌ছি।

বা। আচ্ছা, বল সত্য।

মা। সত্য।

বা। না, তবু হ'ল না।

মা। হ'ল না কেন ভাই?

বা। ঐ যে কোঁচার দিকে তোমার মন র'য়েছে।

মা। আচ্ছা ভাই! এই বারে কোন দিকে মন না দিয়ে ব'ল্‌ব।

বা। আচ্ছা, বল সত্য।

মা। সত্য।

বা। সত্য।

মা। সত্য।

বা। সত্য।

মা। সত্য।

বা। সত্য সত্য সত্য ভাই! কিছু মিথ্যা নয়।

সত্যই বলিব, আমি জানিহ নিশ্চয়॥

মা। সত্য সত্য সত্য।

বা। সত্য সত্য সত্য ভাই! সত্য বলি তোকে।
কত ছোঁড়া বই বেচে বেশ্যালয়ে ঢোকে॥

মা। সত্য সত্য সত্য।

বা। সত্য সত্য সত্য ভাই! দেখ চমৎকার।
বাগী নাই বলে কাঁদে বাপাজী তাহার॥

মা। সত্য সত্য সত্য।

বা। পরম ধার্ম্মিক দেখ চৈতন মাথায়।
রাঁড়ের উচ্ছিষ্ট মদ্য মধু ব'লে খায়॥

মা। সত্য সত্য সত্য।

বা। সত্য সত্য সত্য ভাই! দেখ ব্যবহার।
স্ত্রীধন রাঁড়কে দেয় এ কি চমৎকার॥

মা। সত্য সত্য সত্য।

বা। সত্য সত্য সত্য ভাই! হিন্দু ব'লি তারে।
হাড়ো চাচা এসে করে পরিচর্য্যা যারে॥

মা। সত্য সত্য সত্য।

বা। ফাউল, মটন খায়, আর খায় ব্রাণ্ডী।
রিফর্ম্মার ভান ক'রে, পোষে কত রেণ্ডী॥

মা। সত্য সত্য সত্য।

বা। সত্য সত্য সত্য ভাই ! সত্য বলি জান।
স্বভাবে হ'তেছে সব ধর্ম্মাধর্ম্ম ভান ॥

মা। সত্য সত্য সত্য।

বা। সত্য সত্য সত্য ভাই ! সত্যে দেখ গুণ।
লক্ষ টাকা ফুঁকে মুখে মাখে কালী চুণ ॥

মা। সত্য সত্য সত্য।

বা। সত্য সত্য সত্য ভাই ! সেবা করে রাঁড়ে।
টাকা দিতে দেরি হলে ধ'রে খ্যাংরা ঝাড়ে ॥

মা। সত্য সত্য সত্য।

বা। সত্য সত্য সত্য ভাই ! সত্যে নাহি ভেল।
কলাগাছে মোচা ফলে কড়্লিভারে তেল ॥

মা। সত্য সত্য সত্য।

বা। সত্য সত্য সত্য ভাই ! সত্যনাম সার।
এ বাক্যে যে জন হাসে পশুজন্ম তার ॥

মা। সত্য সত্য সত্য।

বা। সত্য সত্য সত্য ভাই ! সত্য পথে চল !
সংসারে সত্যের তুল্য কি বল সম্বল ॥

কেমন ভাই ! সত্য কি না ?

মা। (সবিনয়ে) তুমি ভাই ! যথার্থই আমাকে প্রহসনচ্ছলে সত্যপথ

প্রদর্শন ক'র্‌লে। পৃথিবীতে কয় দিনের জন্য আসা? এখানে এসে যে কয় দিন থাকা যায়, সত্যের সীমা অতিক্রম না ক'রে পাঁচ জনের সহিত সদ্ভাব রেখে বিশুদ্ধ আমোদে কালাতিপাত করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যিনি এই প্রকারে কালাতিপাত ক'র্‌তে পারেন, তিনিই পৃথিবীর মধ্যে একজন যথার্থ সুখী, তাঁর জীবনধারণই সত্য।

বা। হাঁ ভাই! সত্যই এই এক প্রহসন!!!

(যবনিকাপতন)।

সম্পূর্ণ